আল্লামা সৈয়দ ওয়াজাহাত রসূল কাদেরী

# খত্‌মে নবুয়্যত কানযুল ঈমান ও ইমাম আহ্‌মদ রেযা

Presented By:
www.facebook.com/sunnibookstore
(সুন্নী বই সম্ভার)

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম বিজভী

PDF Created By

মুহাম্মদ তাহমিদ আতিফ রায়হান

TO GET MORE BOOKS

www.fb.com/sunnibookstore

01882-270370

info.rayhaan@gmail.com

বই হল জ্ঞান আহরণের সর্বোত্তম মাধ্যম।বই পড়ার মাধ্যমেই জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। ইসলাম, মাযহাব, মিল্লাত তথা সহীহ আকীদা এবং আমল জানা ও বুঝার জন্য বই পড়ার কোন বিকল্প নেই। বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না এই বিখ্যাত উক্তিটি আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু আমাদের নানা রকম সীমাবদ্ধতার কারনে হয়তো অনেকেরই বই কিনে পড়ার সুযোগ হয় না। কিন্তু সুমহান ইসলামের মৌলিক এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানার জন্য অবশ্যই সঠিক মতাদর্শী বই পড়ার কোন বিকল্প নেই। অনলাইনে বাতিল মতবাদে ভরপুর শতশত বই থাকলেও মূলধারার ইসলামিক বইয়ের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। যার ফলে এসব ঈমান বিধ্বংসী বাতিল মতবাদী বই পড়ে সাধারন মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ছে। তাই অনলাইনে সহীহ আকীদা ও আমল প্রচারের লক্ষ্যে আপনাদের সমীপে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

..... মুহাম্মদ তাহমিদ আতিফ রায়হান

www.facebook.com/TARayhaan

ছাহেবজাদা সৈয়দ ওয়াজাহাত রসূল কাদেরী

ও

ড. আল্লামা ইকবাল আখতার আল কাদেরী

# খতমে নবুয়ত, কান্‌যুল ঈমান

ও

# ইমাম আহমদ রেযা

অনুবাদ

মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

অধ্যক্ষ

মাদরাসা-এ- তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া (ফাযিল)

মধ্যম হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ০৩১- ৭৪১৪৯৫, মোবাইল ঃ ০১৫৫৪-৩৫৭২১৮

প্রকাশনায়

রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ

# খতমে নবুয়ত কান্‌যুল ঈমান
# ও
# ইমাম আহমদ রেযা


**প্রকাশকাল**

প্রথম সংস্করণ ঃ ২৮ মার্চ ২০০২ ইংরেজী

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ০১ জুন ২০১০ ইংরেজী


**উৎসর্গ**

আলহাজ্ব মুহাম্মদ খায়রুল বশর (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা, রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ


**প্রকাশক**

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

জেনারেল সেক্রেটারী

রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ

**কার্যালয়**

তৈয়্যবিয়া মার্কেট, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ০৩১-৬৭২১২৯, মোবাইল ঃ ০১৮১৯ - ৩১১৬৭০

**হাদিয়া**

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

---

**Khatme Nabuat Kanzul Iman o Imam Ahmad Raza,** Written by : **Allama Syed wajahat Rasool Qaderi and Allama D. Iqbal ahmad Akhter Al qaderi.** Translated into Benglali by **(maulana) Mohammad Badiul Alam Rizvi,** Principal of Madrasha-e Tayabia Islamia Sunnia (Fazil) Bandar, Chittagong. Bangladesh and Published by **Alhaj Mohammad Abdullah** general secretary **Reza Islamic Academy Bangladesh.**

Phone : 031-672129, Mobile : 01819-311670. Price : **30.00** Taka Only.

# সূচিপত্র


❖ অবতরণিকা

❖ লেখক পরিচিতি

تحفظ عقیدۂ ختم نبوت اور امام احمد رضا
تحریر: صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری

❖ খতমে নবুয়ত : আক্বিদা সংরক্ষণ ও ইমাম আহমদ রেযা
মূল : ছাহেবজাদা সৈয়দ ওয়াজাহাত রসূল কাদেরী

کنزالایمان کی عرب دنیا میں پذیرائی
تحریر: صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری

❖ আরব বিশ্বে কানযুল ঈমান'র স্বীকৃতি
মূল : ছাহেবজাদা সৈয়দ ওয়াজাহাত রসূল কাদেরী

امام احمد رضا اور جامعۃ الازہر
تحریر: علامہ ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

❖ ইমাম আহমদ রেযা ও আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়
মূল : আল্লামা ড. ইকবাল আহমদ আখতার আলক্বাদেরী

# অবতরণিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসুলিহিল করীম

আপনাদের সামনে উপস্থাপিত এ গ্রন্থে তিনটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে আমার অনূদিত প্রবন্ধ তিনটি দৈনিক ইনকিলাব, মাসিক তরজুমান এ আহলে সুন্নাত, মাসিক জীবনবাতি, মদীনার আলো, ইত্তেবা, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। বিষয় বস্তুর গুরুত্ব, সম্মানিত পাঠক মহলের চাহিদা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে গ্রন্থাকারে রূপদানের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। প্রবন্ধ তিনটি যথাক্রমে ১.তাহাফ্‌ফুজে আক্বিদায়ে খতমে নবুয়ত আওর ইমাম আহমদ রেযা, ২. কানযুল ঈমান কি আরব দুনিয়া মে পজিরায়ী ৩. ইমাম আহমদ রেযা আওর জামিয়াতুল আযহার, প্রবন্ধমালার লেখকরা হচ্ছেন যথাক্রমে- বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক আলেমেদ্বীন যথাক্রমে ছাহেবজাদা সৈয়দ ওয়াজাহাত রসুল কাদেরী ও ড. আল্লামা ইকবাল আখতার আলক্বাদেরী। প্রবন্ধগুলোতে খতমে নবুয়তঃ আক্বিদা সংরক্ষণে ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)'র ভূমিকা ও আরব বিশ্বে কানযুল ঈমান'র স্বীকৃতি, ইমাম আহমদ রেযা ও আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় এর উপর বিশ্লেষণধর্মী গবেষণামূলক আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞ লেখকমণ্ডলী আলোচ্য প্রবন্ধ সমূহে অত্যন্ত সুন্দর ও চমৎকার আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন- যা অধ্যায়নে ঈমান আক্বিদা সংরক্ষণ ও বিভ্রান্তি নিরসনে বাস্তব নির্দেশনাসহ ইমাম আহমদ রেযার গবেষণা ও অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবে নিঃসন্দেহে। রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এ জন্য একাডেমীর জেনারেল সেক্রেটারী স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহর প্রতি রইল আমার আন্তরিক দোয়া ও অভিনন্দন। প্রকাশনা কাজে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ভুলত্রুটি বা দুর্বলতা অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকব। বইটি গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়ক হলে অধমের শ্রম সার্থক মনে করবো। আল্লাহ উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। আমিন।

বিনীত
মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

# লেখক পরিচিতি

ইসলামের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের এই ক্রান্তিকালে ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত (সংক্ষেপে সুন্নীয়ত)'র মতাদর্শকে বিশ্বব্যাপী প্রচার-প্রসারে যে কয়কজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ অবিরাম খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন ছাহেবজাদা সৈয়দ ওয়াজাহাত রসূল কাদেরী ছাহেব তাদের অন্যতম। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ লেখক ও গবেষক হিসেবে পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযার জীবন কর্মের গবেষণা বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এদারায়ে তাহক্বীকাত-ই ইমাম আহমদ রেযা (পাকিস্তান)'র চেয়ারম্যান। এদারার মাসিক পত্রিকা মাআরেফে রেযা'র প্রধান সম্পাদক, তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

**নামঃ** সৈয়দ ওয়াজাহাত রসুল কাদেরী

**পিতাঃ** মাওলানা সৈয়দ ওয়াজারত রসুল কাদেরী হামেদী (ওফাতঃ ১৯৭৬ খৃ. করাচী) মুরীদ ও খলিফা হযরত মাওলানা মুফতি হামেদ রেযা খান কাদেরী (ওফাতঃ ১৯৪৩খৃ.)

**পিতামহঃ** মাওলানা মুফতি সৈয়দ হেদায়ত রসুল কাদেরী লক্ষ্মৌভী (ওফাতঃ ১৩৩৩হিঃ/১৯১৫খৃ.)

**মাতাঃ** মরহুমা নযীরুন্নেসা (ওফাতঃ ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৭খৃ.)

**জন্মঃ** তিনি ১৬ জুলাই ১৯৩৯ সনে ইন্ডিয়ার বেনারসে জন্মগ্রহণ করেন।

**শিক্ষাঃ** কোরআন মজীদ ও উর্দু সাহিত্যের প্রাথমিক শিক্ষা নিজ মাতার সান্নিধ্যে অর্জন করেন। ১৯৪৬ সনে ভারতের বেনারসে প্রতিষ্ঠিত, দারুল উলুম হামেদিয়া রিজভীয়া ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সমাপ্ত করেন। ১৯৪৭ সালে নিজ বুজর্গ পিতার চাকুরীর কারণে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। ১৯৫৭ সনে নাজিম উদ্দিন হাইস্কুল হতে এস.এস.সি. পাশ করেন। ১৯৬১ সনে রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে অর্থনীতিতে বিএ অনার্স কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। ১৯৬৩ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে সর্বোচ্চ এম এ ডিগ্রী অর্জন করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকালে বাহারে শরীয়ত প্রণেতা সদরুশ শরীয়ত আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী (রহ.)'র খলিফা হযরত আল্লামা ফযল কদীর নদভী, জনাব কলিম সাহছরামী ও প্রফেসর সায়দারয়ী প্রমুখের সান্নিধ্যে উর্দু ও ফার্সী বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন।

১৯৮৩ সনে তিনি ডি.আই.এ.বি.ডি'র উপর ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ১৯৮৮ সনে আরবী ভাষা ইনষ্টিটিউট থেকে ৬ মাস মেয়াদী আরবী ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

১৯৮৮ সনে শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর মাওলানা মুফতি নসরুল্লাহ্ খান আফগানী (সাবেক চীফ জাস্টিস সুপ্রীম কোর্ট আফগানিস্তান)'র সান্নিধ্যে বোখারী শরীফ, ফতওয়ায়ে রিজভীয়া ও কুদুরী কিতাবাদির পাঠ অর্জন করেন।

**কর্মজীবনঃ** করাচি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১ বৎসরের এম.বি.এ. কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৬৬ সনে হাবীব ব্যাংকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সনে হাবীব ব্যাংকের A.V.P নিযুক্ত হন। ১৯৯২ সনে V.P পদে উন্নীত হন। ১৯৯৪. সনে S.V.P পদে উন্নীত হন। সুদীর্ঘ কাল কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। হাবীব ব্যাংকে হজ্ব ও জাকাত বিভাগের পরিচালক থাকাকালে

তিনি (Zakat Guide Line)জাকাত গাইড লাইন শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও লিখেন-যা একজন ব্যাংকার এর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ বলা যায়। তিনি হাবীব ব্যাংকের প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রশিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সাথে তিন বৎসর দায়িত্ব পালন করেন।

**সিলসিলায়ে কাদেরিয়া রিজভিয়ায় সম্পৃক্ততাঃ** তিনি ১৯৬৩ সনে আজমীর শরীফে হযরত মুফতিয়ে আজম হিন্দ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা রেযা খান সাহেব কাদেরী নুরী বেরলভী (রহ.) (ওফাত ১৪০২হিঃ/১৯৯৮হিঃ)'র হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।

**এদারায়ে তাহক্কীকাত-ই ইমাম আহমদ রেযা'র খেদমতঃ ১৯৮০** সনে এদারায়ে তাহক্কীকাতে ইমাম আহমদ রেযা প্রতিষ্ঠান লাভ করে। সূচনাকাল থেকেই তিনি এ সংস্থার সাথে জড়িত। ১৯৮৬ সনে সংস্থাটি রেজিঃ লাভের পর তিনি সংস্থার কার্যনির্বাহী পর্ষদের রুকন নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সনে ভাইস-চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ১৯৯২ সনে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সৈয়্যদ রিয়াসত আলী কাদেরীর ইন্তেকালের পর তিনি এ সংস্থার চেয়ারম্যান মনোনীত হন। অদ্যাবধি চেয়ারম্যান পদে গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

**ঐতিহাসিক অবদানঃ** ছাহেবজাদা ওয়াজাহাত রসুল কাদেরীর এক ঐতিহাসিক অবদান হলো ইমাম আহমদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)'র উপর তিনিই প্রথম ভারতের বেরেলী শরীফে গিয়ে একটি (Documentary Film) প্রমাণ্য চলচ্চিত্র প্রস্তুত করেছিলেন। যা পাকিস্তান টেলিভিশন কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে টিভি ইন্সাইক্লোপিডিয়া অনুষ্ঠানমালায় ১২ মিনিটের ফিল্ম ১৯৮৯ সনে দু'বার সম্প্রচার করেছে যা পাকিস্তান ও ভারতের লক্ষ লক্ষ দর্শক শ্রোতা অবলোকন করেছে।

**রচনাবলীঃ** ইসলামী আদর্শবাদ ও সুন্নীয়তের প্রচারে তিনি নিরলসভাবে কলম সংগ্রামও চালিয়ে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ইসলামের বিভিন্ন দিকসমূহ আ'লা হযরতের জীবন-কর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনাবলী আরবী, উর্দু, ইংরেজী ইত্যাদি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম আহমদ রেযা আওর তাহাফ্ফুজে আকিদায়ে খতমে নবুয়ত ও কান্যুল ঈমান বিষয়ে লিখিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ তাঁর অনন্য কীর্তি। তাঁর বিশ্লেষণধর্মী ইংরেজী প্রবন্ধ Role of Imam Ahmed Raza Khan Barelivii in Upholding the sanctity of the holy prophet. Merrif-E-Raza Vol.6-1986এছাড়া আরো বহু রচনাবলী রয়েছে যার তালিকা সুদীর্ঘ।

**হজ্ব ও জিয়ারতঃ** তিনি ৪ বার হজ্বে বায়তুল্লাহ্ ও বহুবার ওমরা আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। একজন প্রখ্যাত আলোচক ও সুবক্তা হিসেবেও তাঁর ব্যাপক সুনাম রয়েছে। তিনি করাচীর কেনেট এলাকার সিন্ধু কালব শাবানী জামে মসজিদের খতীব হিসেবেও সুদীর্ঘকাল ধরে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। একজন স্বনামধন্য কবি হিসেবেও কাব্য সাহিত্যে তাঁর অবদান রয়েছে।

**তাঁর সহধর্মীনিঃ** ড. মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) বরজিম জাহান বিনতে প্রফেসর সৈয়দ আজীজ উদ্দিন নকভী মরহুম।

**ভ্রাতাগণঃ** শুজাআত রসুল কাদেরী, নুজহাত রসুল কাদেরী, সবাহাত রসুল কাদেরী, রিয়াসত রসুল কাদেরী।

**সন্তান সন্ততিঃ** সওলত রসুল কাদেরী, সতওত রসুল কাদেরী।

আমরা মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু ও ব্যাপক দ্বীনি খিদমত কামনা করি! আল্লাহ সকলের খিদমত কবুল করুন। আমিন।

।।এক।।

تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور امام احمد رضا

تحریر: صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری

# খতমে নবুয়ত, আক্বিদা সংরক্ষণ ও ইমাম আহমদ রেযা

সৈয়্যদে আলম আহমদ মুজতবা নবীয়ে মুস্তফা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়ার উপর এজমায়ে উম্মত তথা উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা তা প্রমাণিত। বিশেষতঃ মহাগ্রন্থ আল কোরআনের আয়াত- ولكن رسول الله وخاتم النبين অর্থাৎ কিন্তু (তিনি) আল্লাহর রসূল এবং নবীগণের সর্বশেষ নবী।[১]

এ প্রসঙ্গে অকাট্য অভ্রান্ত দলীল। এমনিভাবে হাদীসের কিতাব সমূহে খতমে নবুয়ত শব্দের উল্লেখসহ অসংখ্য হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন- ختم بي النبيون অর্থাৎ আমার মাধ্যমে নবী আগমনের সমাপ্তি ঘটেছে।[২]

খতমে নবুয়ত শব্দের উল্লেখ করার পাশাপাশি বোখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সে সব হাদীসে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা অন্যান্য নবীদেরকে একটি প্রাসাদের সাথে তুলনা করেছেন এবং নিজেকে সেই প্রাসাদের সর্বশেষ ইটের সাথে তুলনা করেছেন, যদ্বারা নবুয়তের প্রাসাদ পূর্ণতা পেয়েছে।[৩] এভাবে হাদীস শরীফে-

انه لا نبي بعدى[৪]

ليس نبي بعدى[৫]

لا نبوة بعدى[৬]

ইত্যাদি শব্দাবলীরও উল্লেখ হয়েছে।

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমার পর কোন নবী বা নবয়ুত নেই।'

পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে এটা উম্মতের সর্বগ্রাহ্য ও সর্বসম্মত মাসআলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যে, সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর নবুয়তের দাবী করা দূরের কথা, এমনকি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার পর নবুয়তের আশা পোষণ করাটাও কুফরী। সূত্রঃ এলাম বিকাওয়াতিইল ইসলাম, কৃতঃ ইমাম হালিমী। ইতিহাস স্বাক্ষ্য যে, প্রত্যেক যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী-নাসারা ও অপরাপর কাফির মুশরিকরা নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চালিয়ে আসছে, যেন ইসলামী আক্বিদা বিশ্বাসকে নিশ্চিহ্ন করা যায় এবং মুসলমানদের অন্তরাত্মা নবী প্রেম থেকে শূন্য করে তাঁদের শক্তি ও রাজত্বকে খণ্ড-বিখন্ড করা যায়।

সুন্নী-মতাদর্শী ওলামারা প্রত্যেক যুগে সত্য প্রতিষ্ঠার দীপ্ত প্রত্যয়ে সত্যবাণী প্রচারের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত ফিৎনার মূলোৎপাঠন করেছেন। এভাবে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের কঠোর প্রতিরোধ করে মাথা

চাড়া দিয়ে ওঠার পূর্বে তাদেরকে বাধাগ্রস্থ করেছেন। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে কাদিয়ানী, মির্জায়ী ফিৎনা বিশ্বের মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। যা মুসলিম মিল্লাত তথা জাতিসত্ত্বার জন্য ক্যান্সার তূল্য। সূচনা থেকেই এ ফিৎনার মূলোৎপাঠনে ওলামা ও মাশায়েখে আহলে সুন্নাত-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা ইতিহাসের এক গৌরজ্জ্বল অধ্যায়। তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত (পাকিস্তান) ১৯৭২ আগস্ট সংখ্যায়, "রদ্দে কাদিয়ানিয়ত" এর উপর ১৬জন ওলামার লিখিত ১৯টি কিতাবের পরিচিতি স্থান পেয়েছে, সৈয়দ ছাবের হোসাইন শাহ্ ছাহেব রচিত "কায়েদে আজম কা মসলক" গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর ৩২ জন আলেম কর্তৃক লিখিত ছোট বড় ৪৬টি গ্রন্থাবলীর নাম উল্লেখ রয়েছে, এভাবে পুনরুল্লেখ ছাড়া এ বিষয়ে গ্রন্থ রচয়িতার সংখ্যা ৪৩ এবং গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ১০০ এ উন্নীত হবে। আর যদি বর্তমান বিশ্বের ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ওলামাদের মধ্যে যারা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা ও বহুমুখী অবদান রেখে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন গবেষকদের ধারণামতে সে সব ওলামা ও কিতাবের সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করে যাবে। তবে কাদিয়ানী প্রসঙ্গে যে দুই মহান ব্যক্তিত্বের গ্রন্থাবলী বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তাঁরা হলেনঃ

১. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান মুহাদ্দিসে বেরলভী (রহ.)

২. পীরে তরিক্বত হযরত সৈয়দ মেহের আলী শাহ্ ছাহেব গোলড়ভী (রহ.)

আমরা এখন 'রদ্দে কাদিয়নী" প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ রেযার কলমযুদ্ধ এবং খতমে নবুয়ত আন্দোলনে তাঁর অবদান পর্যালোচনা করব। ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহ.) (ওফাত ১৩৪০হিঃ/১৯২১ইংরেজী) ছিলেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর একজন উচুমানের আলেমে দ্বীন এবং স্বীয় যুগের একজন প্রসিদ্ধ মুফতি। যার নিকট একই সময় আরব, অনারব, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে পাঁচশতাধিক ফতোয়াপ্রার্থীগণ ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ জটিল কঠিন ও আধুনিক বিষয়াদি সম্পর্কে ফতোয়া ও ইসলামী সমাধানের লক্ষ্যে উপনীত হতো।[৭] স্বীয় ঈমানী মনোবলে সত্যের প্রকাশক ও বলিষ্ঠ ঘোষক হিসেবে لا يخافون لومة لائم অর্থাৎ তিনি সমালোচনাকারীর সমালোচনার ভয় করতেন না) সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক ছিলেন। তিনি নবুয়ত ও রেসালত-এর শান মান ও পদমর্যাদা এবং ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়ে ছোট বড় সহস্রাধিক পুস্তক-পুস্তিকা ও গ্রন্থাবলী রচনা করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে তথ্য নির্ভর গ্রন্থ রচনা তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার উজ্জ্বল প্রমাণ।[৮] তাঁর সমসাময়িক হিন্দুস্তান, সিন্ধু, মক্কা মদীনা'র প্রখ্যাত ওলামা তাঁর জ্ঞানগত গভীরতা পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেয়নি বরং তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিচক্ষণতা ও বৈষয়িক জ্ঞানের সম্রাট হিসেবে তাঁকে সম্মানসূচক অভিধায় ভূষিত করেন। তাঁকে "ইমামূল আসর" তথা যুগের ইমাম 'নাবেগায়ে রোজেগার' তথা যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব "মুজাদ্দেদে ওয়াক্ত" যুগের সংস্কারক, আল্লাহর অনুগ্রহ রাজি হতে এক মহান অনুগ্রহরূপে সম্বোধন করেন।[৯]

পাক-ভারত-উপমহাদেশে ইমাম আহমদ রেযার পরিবারই প্রথম, যেখান থেকে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী কাদিয়ানীদের সর্বপ্রথম বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করা হয়েছে। মাওলভী আহসান নানুতবী (মৃত: ১৩১২হিঃ ১৮৯৪খ.) হতে বেরেলীতে অবস্থানকালে ১৮৬০ সালে ইবনে

আব্বাসের হাদীসের উপর ভিত্তি করে সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী হওয়ার অস্বীকার সম্পর্কিত মারাত্মক ফিৎনা ও ভ্রান্ত আক্বিদা প্রকাশ পায়। উক্ত মৌলভী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, 'রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও জমিনের প্রতিটি স্তরে এক একজন খাতামুন নবীয়ীন বিদ্যমান।[১০]

ইমাম আহমদ রেযার বুজর্গ পিতা আল্লামা নকী আলী খান (ওফাতঃ১২৯৭হিঃ/১৮৯০খৃ.) মৌলভী আহসান নানুতবীর এই ভ্রান্ত-আক্বিদার কঠোর প্রতিবাদ করেন এবং এটাকে মুসলমানদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত খতমে নবুয়ত আক্বিদার পরিপন্থী মন্তব্য করেন। এ ধরনের আক্বিদা পোষণকারীকে পথভ্রষ্ট ও আহলে সুন্নাত বহির্ভূত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। ওলামায়ে বেরলভী, বদায়ূন, রামপুর প্রমুখ এ ফতোয়ার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। পক্ষান্তরে মৌলভী কাসেম নানুতবী, মৌলভী আহসান নানুতবীর সমর্থনে 'তাহজীরুন্নাস' কিতাব লিখেন।[১১] এমনকি নিজ ছাত্রের সমর্থনে এতটুকু সীমাতিক্রম করে নিম্নোক্ত মন্তব্য লিখেছেন।

سوعوام کے خیال میں رسول اللہ ﷺ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا
زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں

অর্থাৎ 'সাধারণ মানুষের ধারণা মতে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা শেষ নবী হওয়ার অর্থ এটাই যে, তাঁর যুগ পূর্ববর্তী নবীদের যুগের পরবর্তী এবং সকলের সর্বশেষ নবী।'[১২]

নোটঃ এটা নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও ধৃষ্ঠতার নামান্তর যে, সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নাম লিখার সময় صلعم অথবা সংক্ষেপে ص অর্থহীন শব্দ লিখলো অথচ আল কুরআনের আয়াতের ان الله وملائكته يصلون على النبى الخ ওয়াজিব নির্দেশ কলম ও মুখ উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্যত্র আরো লিখেন-

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چہ جائے کہ آپ
کے معاصر کسی اور زمیں یا فرض کئی جے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے

অর্থাৎ যদি মেনে নেয়া হয় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার যুগের পরও কোন নবী সৃষ্টি হবে তবুও "খাতামিয়াত" তথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা শেষ নবী হওয়াতে কোন পার্থক্য দেখা যাবে না। এমনকি তাঁর সমসাময়িক পৃথিবীর অন্য কোথাও অথবা মনে করুন একই ভূখণ্ডে অন্য কোন নবী স্বীকার করা হলে অসুবিধা নেই।" (নাউজুবিল্লাহ) [১৩]

এটা এমন এক চরম দুঃখজনক ব্যাখ্যা যা উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতবর্ষের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। ফলশ্রুতিতে দেওবন্দী ওহাবী নামে এক নতুন ফিরকার উদ্ভব হলো। মির্জা গোলাম কাদিয়ানী নবুয়তের মিথ্যুক দাবীদার তার দাবীর স্বপক্ষে তাহজীরুন্নাস এ বর্ণিত উদ্ধৃতিকে সুদৃঢ় ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করালো। বর্তমানে কাদিয়ানীরা যা

দলীল হিসেবে পেশ করে চলছে এমনকি ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সনে যখন পাকিস্তান জাতীয় সংসদে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে প্রমাণাদি উত্থাপন করা হচ্ছিলো তখন ক়াদিয়ানী প্রতিনিধি মির্জা নাছের নিজকে মুসলমান দাবী করার স্বপক্ষে মৌলভী কাছেম নানুতবীর উপরোক্ত উদ্ধৃতিকে দলীল হিসেবে পেশ করলো, যেটার উত্তর জনাব মুফতি মাহমুদসহ সংসদে উপস্থিত কোন দেওবন্দীদের পক্ষ থেকে দেয়া সম্ভব হয়নি। সেদিন আহলে সুন্নাত মতাদর্শী জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান'র নির্বাচিত সাংসদ যথাক্রমে আল্লামা শাহ আহমদ নুরানী ও আল্লামা আবদুল মোস্তফা আল আযহারী উভয়ে বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠলেন আর বললেন আমরা উক্ত উদ্ধৃতির লেখক ও সমর্থক উভয় শ্রেণীকে এভাবে কাফের মনে করি যেভাবে কাদিয়ানীকে মনে করি। এ পর্যায়ে ইমাম আহমদ রেযা বেরলভীর প্রণীত এবং ওলামায়ে হারামাঈন শরীফাঈনের সমর্থিত ফতোয়াগ্রন্থ "হুসামূল হারামাঈন" সংসদে পাঠ করে শুনানো হলো। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো 'মুফতি মাহমুদের জমিয়তে ওলামা ইসলাম'র দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি মওলভী গোলাম গাউছ হাজারভী দেওবন্দী ও মৌলভী আবদুল হাকিম দেওবন্দী সংসদে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে অমুসলিম বিষয়ক সিদ্ধান্তের কপিতে স্বাক্ষর করেনি। শুধু তা নয় বরঞ্চ এ ব্যাপারে মুফতি সাহেব বা তাঁর জামায়াত বা অন্য কোন দেওবন্দী আলেম এটার বিরোধিতায় কোন ভূমিকা তো পালন করেনি বা পত্র পত্রিকায় বক্তব্য বিবৃতি বা প্রবন্ধও লিখেনি।[১৪] এবং প্রকৃতপক্ষে মির্জা গোলাম কাদিয়ানীর ভ্রান্তি ও কুফরী প্রকাশিত এবং প্রমাণিত হওয়ার পরও ঐ ব্যক্তিই তার সমর্থন ও পক্ষাবলম্বন করতে পারে যে ব্যক্তি উজ্জ্বল দিবালোকে সূর্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখায় অথবা মস্তিস্কের ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলেছে।

পাক-ভারত-উপমহাদেশে সঠিক পথপ্রদর্শক ওলামাদের মধ্যে ইমাম আহমদ রেযাই প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৩২৪ হিজরি/১৯০৫ খৃষ্টাব্দে হারামাঈন শরীফাঈনের অন্ততঃ ৩৫ জন প্রখ্যাত ওলামা ও মুফতিগণের নিকট থেকে মির্জা গোলাম কাদিয়ানী কর্তৃক ভণ্ড নবী দাবীর সুযোগ সৃষ্টিকারী ও কাদিয়ানীদের বীজ বপণকারী মৌলভী কাসেম নানুতবী ও তাঁর অনুসৃত মতাদর্শের সমর্থক ওলামাগণ কর্তৃক মহান আল্লাহর ও তদীয় রসুলের সাথে ধৃষ্ঠতাপূর্ণ উক্তির প্রতিবাদে তারা যে ইসলাম বহির্ভূত ও কাফিরের পর্যায়ভুক্ত এ মর্মে সুস্পষ্ট ফতোয়া সংগ্রহ করেন। আরব- আজমসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এ ফতোয়া সমাদৃত হয়েছে। এ ঐতিহাসিক ফতোয়া حسام الحرمين على منحر الكفر والمين নামে অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে হারামাঈন শরীফাঈনের এই ফতোয়াই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মির্জা কাদিয়ানী ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার সুদৃঢ় ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে।

ইমাম আহমদ রেযা মুহাদ্দেস বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মির্জা কাদিয়ানীকে কেবল কাফির প্রমাণ করেন নি বরঞ্চ তাকে মুরতাদ, ধর্মচ্যুত, মুনাফিকও চিহ্নিত করেছেন এবং স্বীয় ফতোয়ায় তার প্রকৃত নামের স্থানে তাকে গোলাম কাদিয়ানী নামে আখ্যায়িত করেছেন। ধর্মচ্যুত মুনাফিক ঐ ব্যক্তি যে ইসলামের কালেমা পাঠ করে নিজকে মুসলমান দাবী করে এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা বা কোন নবী

রসূলের ব্যাপারে কটূক্তি ও ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করে বা দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির কোন একটির অস্বীকার করেন।[১৫] তার বিধান কাফিরের চেয়েও কঠোর।[১৬] ইমাম বেরলভী (রহ.) মির্জা গোলাম কাদিয়ানী ও খতমে নবুয়ত অস্বীকারীদের খণ্ডন ও বাতুলতা প্রমাণে বিভিন্ন ফতওয়া ছাড়াও নিম্নোক্ত তথ্য নির্ভর গ্রন্থাবলী রচনা করেন। যথা-

১. **"জাযাউল্লাহি আদুয়াহ বিআবায়িহি খাতমিন নবুয়্যাহ"** গ্রন্থটি ১৩১৭ হিজরিতে প্রকাশিত।

এ গ্রন্থে খতমে নবুয়্যতের সংরক্ষণ ও অস্বীকারকারীদের কাদিয়ানী মতবাদের খন্ডন করা হয়েছে।

২. **"আসসুউল ইক্বাব আলাল মসীহিল কাজ্জাব"** এ গ্রন্থটি ১৩২০ হিজরিতে একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখিত। প্রশ্নটি হলো কাদিয়ানি মতবাদ গ্রহণ করে কোন মুসলমান যদি মির্জায়ী হয়ে যায় তার বিবাহ বন্ধনে থাকবে কিনা? তদুত্তরে ইমাম আহমদ রেযা উক্ত পুস্তক রচনা করেন, এতে মির্জা কাদিয়ানীর দশটি কুফরী উক্তি চিহ্নিত করেন এবং এ প্রসঙ্গে দশটি কারণ উল্লেখ করে ইমাম বেরলভী বলেন, 'ওরা দ্বীন ইসলামের বহির্ভূত, কাফির মুরতাদ। স্বামীর কুফরী প্রমাণ হওয়া মাত্রই স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে পৃথক হয়ে যাবে।'

৩. **"কাহরুদ্দায়্যান আ'লা মুরতাদি বিক্বাদিয়ান"** গ্রন্থটি ১৩২৩ হিজরিতে রচিত। উক্ত গ্রন্থে ভণ্ড, প্রতারক মির্জা কাদিয়ানীর শয়তানী দাবি খণ্ডন করা হয়েছে এবং সৈয়্যদানা ঈসা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ও তাঁর সম্মানিতা মাতা হযরত মরিয়ম আলাইহিস্ সালাম'র সুউচ্চ মর্যাদা ও পবিত্রতা চমৎকারভাবে আলোকপাত হয়েছে।

৪. **"আল মুবীন খাতমুন নবীয়্যিন"** গ্রন্থটি ১২২৬ হিজরিতে এক প্রশ্নের উত্তরে লিখা হয়েছে যে, আয়াতাংশ خاتم النبيين এর মধ্যে النبيين শব্দে যে আলিফ-লাম রয়েছে তা এস্তেগরাকী না আহদে খারেজী? ইমাম আহমদ রেযা অসংখ্য প্রমাণাদির আলোকে সাব্যস্ত করেছেন, আয়াতে বর্ণিত আলিফ-লাম বর্ণটি এস্তেগরাক তথা পূর্ণতার অর্থে ব্যবহৃত। এর অস্বীকারকারী কাফির।

৫. **"আল জরাদুদ দায়্যানী আলাল মুরতাদিল কাদিয়ানী"** পুস্তিকাটি ৩ মহররম ১৩৪০ হিজরিতে একজন ফতওয়া প্রার্থীর প্রশ্নের উত্তরে লিখিত। একই হিজরিতে ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরিতে আ'লা হযরত ইন্তেকাল করেন। প্রশ্নকারী একটি আয়াতে করীমা ও একটি হাদিস উল্লেখ করেন যদ্বারা কাদিয়ানী সম্প্রদায় হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম'র ওফাতের উপর প্রমাণ উপস্থাপন করেন। ইমাম আহমদ রেযা আয়াতে করীমার সাতটি উপকারিতা ব্যাখ্যা করেন এবং সাতটি কারণে তাদের প্রমাণাদি খন্ডন করেন। হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করার বিষয়টি দু'টি জবাব দ্বারা কাদিয়ানী আক্বিদার জোরালো খন্ডন করেন।

৬. **"আল মুতাকাদুল মুনতাকাদ"** গ্রন্থটি মাওলানা শাহ্ ফযলে রসুল কাদেরী বদায়ূনী কর্তৃক প্রণীত আরবী কিতাব 'আল মুতামাদুল মুস্তানাদ' এর ব্যাখ্যার উপর লিখিত আ'লা হযরতের আরবী রচনা। যে গ্রন্থে তাঁর যুগের নব উদ্ভাভিত ফিরকা সমূহের উল্লেখ করতে গিয়ে কাদিয়ানীদের প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন এবং কাদিয়ানীকে দাজ্জাল ও মিথ্যুক অভিধায় ভূষিত করেন।

ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ফতোয়া দপ্তর থেকে ভারত বর্ষে সর্বপ্রথম তাঁর বড় ছাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুফতি হামেদ রেযা খান (রহ.) ১৩১৫হিজরি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে "আসসারিমুর রব্বানী আ'লা ইসরাফিল কাদিয়ানী" নামে কাদিয়ানীর খন্ডনে তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেন। এতে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম'র হায়াত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এবং মিথ্যুক গোলাম কাদিয়ানী মসীহ সদৃশ হওয়ার দাবীকে জোরালোভাবে খন্ডন করা হয়েছে ইমাম আহমদ রেযা নিজেই এ গ্রন্থটি নিরীক্ষণ করেন।

উপরোক্ত আলোচনায় সমুজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় একথা সুস্পষ্ট হলো যে, খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী এবং কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডন ও তাদের স্বরূপ উম্মোচনে ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ছিলেন বলিষ্ট সোচ্চার কণ্ঠ এবং সক্রীয় প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব, কাদিয়ানী ফিৎতনার সূচনালগ্নে এর মুলোৎপাঠনে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। অথচ তৎকালীন সময়ে তাঁর সমসাময়িক কতিপয় প্রতিপক্ষ ওলামাগণ মির্জা গোলাম কাদিয়ানীর ভ্রান্ত-ইসলাম ও তথাকথিত তাবলীগে ইসলামের চেতনায় কেবলমাত্র উজ্জীবিত ছিলেন তা নয় বরঞ্চ তারা কাদিয়ানীর সমর্থনে নিজেদের ভক্তি প্রীতিরও বহিঃপ্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখক ভারতের লক্ষৌর নদওয়াতুল ওলামা'র পরিচালক মৌলভী আবুল হাসান আলী নদভীর বর্ণনা ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবী রাখে। নদভী ছাহেব স্বীয় মুরশিদ শায়খ আবদুল কাদের রায়পুরী ছাহেবের জীবনী রচনায় মির্জা গোলাম কাদিয়ানীর সাথে তাঁর সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছে যে, 'তিনি মির্জা গোলাম কাদিয়ানীর কিতাবসমূহ অধ্যায়ন করতেন তিনি কোথাও পড়েছেন যে আল্লাহ পাক তাকে মুস্তাজিবুদ দাওয়া (যার দোয়া কবুল করা হয়) অভিধায় ভূষিত করেন।' তিনি তার ইলহামে বড় প্রভাবিত হন। এরপর থেকে তিনি মির্জা কাদিয়ানীর নিকট হেদায়ত ও অন্তরের উদারতা, বক্ষের প্রসস্ততা, প্রার্থনা করে নিয়মিত পত্র লিখতেন। মির্জা কাদিয়ানী পত্রের উত্তর দিতেন।

একদা মাওলানা আহমদ রেযা খান ছাহেব কাদিয়ানীর খন্ডন লিখার জন্য কিতাব সংগ্রহ করলেন। শায়খ আবদুল কাদের রায়পুরীও কিতাবগুলো অধ্যায়ন করেন। এসব কিতাব অধ্যায়নে তার অন্তরে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো যে, সে এগুলো সত্য মনে করতে লাগলো। (সার সংক্ষেপ)[১৮]

এই ঘটনার বর্ণনায় আল্লামা আরশাদুল কাদেরী ছাহেব রদ্দে কাদিয়ানিয়ত প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত এক প্রবন্ধে যে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন যা সম্মানিত পাঠক সমাজের কল্যাণার্থে নিম্নে পেশ করা হলো।[১৯]

'মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর পত্র থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো যে, ইমাম আহমদ রেযা তাঁর ঈমানী দুরদর্শিতার আলোকে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে কেবলমাত্র মিথ্যুক এবং প্রতারক মনে করতেন তা নয় বরঞ্চ তাকে ইসলামের শত্রু মনে করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার হাতিয়ারও একত্রিত করেছিলেন। এতে এ কথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর পীর মুর্শিদ মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী মির্জা গোলাম কাদিয়ানীর প্রতি কেবল অনুরাগী ও বিশ্বস্ত ছিলেন তা নয় বরঞ্চ তার নবুয়ত দাবীর

ব্যাপারে তাকে উঁচু মানের সত্যবাদীও মনে করতেন।
তবে এর কারণ তার দূরদর্শিতা্র দৈন্যতা হোক অথবা অভ্যন্তরীণ সমঝোতার কোন সম্পর্ক হোক মহান আল্লাহই তা ভাল জানেন। তবে একথায় কোন সন্দেহ নেই যে, ইমাম আহমদ রেযার ধর্মীয় অনুভূতি কুফরীকে কুফরী মনে করা কিংবা বাতিলকে বাতিল মনে করার ক্ষেত্রে কখনো বিভ্রান্তির শিকার হয়নি। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাহ্যিক কোন প্রতিবন্ধকতা এ পথে অন্তরায় হতে পারে নি। এটা কেবল মহান আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দরবারে রেসালতের কৃপাদৃষ্টি বৈ কি? (লেখক) উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির উপর এতদসঙ্গে আমি একথা সংযোজন করছি যে, নদভী সাহেব কথা এতটুকুতে সমাপ্ত করলেন। কিন্তু একথা বলেন নি যে, তাঁর পীর মুর্শিদের হেদায়ত নসীব হওয়ার কারণও আ'লা হযরত আজীমূল বরকত এর সেই ফতওয়া ও রচনাবলী, যা ইমাম আহমদ রেযা কাদিয়ানী ও খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের খন্ডনে লিখেছেন। আবুল কালাম আজাদ (দেওবন্দী) মির্জা কাদিয়ানীর ইসলামী মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলো। এ কারণে গোলাম কাদিয়ানীর মৃত্যুর পর তিনি 'উকিল' (অমৃতসর) পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে কাদিয়ানীর 'ইসলামী খিদমত'র উপর এক সম্পাদকীয় লিখেন এবং লাহোর থেকে বাটালা পর্যন্ত মির্যার কফিনের ১৯৭৪ সনে কাদিয়ানীরা পাকিস্তান জাতীয় সংসদে হল ভর্তি জাতীয় সাংসদদের সামনে নিজকে মুসলমান প্রমাণ করার প্রমাণ হিসেবে মৌলভী কাছেম নানুতবীর উপরোক্ত উদ্ধৃতির সাথে এটাকে বড় গর্বের সাথে পেশ করেন। এটাও স্বরূপ উম্মোচনের এক বিস্ময়কর সংবাদ যে, দেওবন্দী বিশেষজ্ঞ মৌলভী আশরাফ আলী থানবী ছাহেব মির্জা গোলাম কাদিয়ানীর নিম্নোক্ত চারটি গ্রন্থকে একত্রে আরিয়াধরম (১৯০৫ খৃ.) ইসলাম কি ফলাসফী (১৮৯৬খৃ.) কিশতিয়ে নূহ (১৯০২খৃ.) এবং নসীমে দাওয়াত (১৯০৫খৃ.) আল মাসালিহুল আকলিয়া লিল আহকামিন নকলীয়া শিরোনামে ১৩৩৪হিজরি/১৯১৬ খৃষ্টাব্দে নিজের নামে প্রকাশ করেন 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুহাম্মদ রদ্বী ওসমানী দেওবন্দী ছাহেব আহকামে ইসলাম আকল কি নযর মে' নামে নিজস্ব ভূমিকাসহ করাচী 'দারুল ইশাআত' থেকে প্রকাশ করেন।[২১]
মৌলভী আশরাফ আলী থানভী ছাহেব যে সময় গোলাম কাদিয়ানীর কিতাব নকল করে গুরুত্ব সহকারে নিজের নামে প্রকাশ করছিলেন ঠিক তখনি ইমাম আহমদ রেযা ফাজেলে বেরলভী (রহ.) ও তাঁর ছাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামেদ রেযা খান (রহ.) বেরেলী ফতওয়া দপ্তর থেকে মির্জা গোলাম কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে কুফরী ও ধর্মচ্যুত হওয়ার ফতওয়া প্রকাশ করে ভারত বর্ষের মুসলমানদের ঈমান আক্বিদা সংরক্ষণে দিশারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়াও ইমাম আহমদ রেযার অন্তত ছয়টি গ্রন্থ এবং তাঁর সংকলিত ঐতিহাসিক "ফতওয়া হুসামূল হারামাঈন আলা মানাহারিল কুফরী ওয়ালমাঈন" এবং হুজ্জাতুল ইসলামের লিখিত 'আসসারিমূল রব্বানী আলা ইসরাফিল কাদিয়ানী।' (১৩১৭হিজরি) পর্যায়ক্রমে প্রকাশ হতে চলছে।
প্রকৃত প্রস্তাবের কাদিয়ানী ফিৎনার মূলোৎপাঠনে ইমাম আহমদ রেযার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামী জিহাদ তাঁর স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় সকলের নিকট সমাদৃত ও প্রশংসনীয় হয়। প্রফেসর

খালেদ শব্বির আহমদ ফয়সাল আবাদী দেওবন্দী চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত এতদসত্ত্বেও তাঁর সংকলিত 'তারিখে মোহাসাবাযে কাদিয়ানিয়ত' গ্রন্থে মির্জায়ীদের খন্ডনে ইমাম বেরলভী ফিকহী প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার চমৎকার প্রশংসা করেছেন। তার মতামত সম্বলিত কতিপয় বাক্যের ভাষান্তর নিম্নরূপ।

"এই ফতওয়াও তাঁর জ্ঞানগত দক্ষতা ফিকহী প্রজ্ঞা ও দুরদর্শিতার এক ঐতিহাসিক ঈর্ষনীয় সাফল্য যে, ফতওয়ায় তিনি মির্জা গোলাম কাদিয়ানীর কুফরীকে স্বয়ং তাঁর দাবীর আলোকে অত্যন্ত মজবুত দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, এই ফতওয়া মুসলমানদের এমন জ্ঞানভাণ্ডার যার উপর মুসলমান যতই গর্ব করুক তা হবে নিতান্ত অপ্রতুল।[২২] কিন্তু অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বর্তমানে এমনকিছু নামধারী গবেষক ও লেখক পরিলক্ষিত হচ্ছে যারা কাদিয়ানী বিরোধী ইতিহাস রচনায় ইমাম আহমদ রেযার ঐতিহাসিক অবদান ও তাঁর গৌরবময় রচনাবলীর কথা বেমালুম ভুলে যাচ্ছে। সম্প্রতি ৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ইংরেজী পাকিস্তানের দৈনিক জঙ্গ পত্রিকায় ইমতিনায়ে কাদিয়ানী এডিশন প্রসঙ্গে মুফতি মুহাম্মদ জমিল খান ছাহেব কর্তৃক এক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যাতে অসংখ্য বিভ্রান্তিকর ভিত্তিহীন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, যা সত্যের অপলাপ ও মিথ্যার বেসাতি বৈ কি?

পাক-ভারত উপমহাদেশে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রথম প্রতিরোধকারী ব্যক্তিত্ব কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অধিক ফতওয়া এবং গ্রন্থ রচয়িতা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযার নাম উল্লেখই করে নি। আরো বিস্ময়কর হলো, ফতওয়ায়ে হারামাঈন শরীফাঈনের উল্লেখ করেছে কিন্তু এই ঐতিহাসিক ফতওয়ার সংকলক কে? কখন এ ফতওয়া সংকলন করেছেন এবং কোন নামে প্রকাশিত হয়েছে- এসব কিছুও উল্লেখ করেনি। সম্ভবতঃ এসব কৃতিত্ব তারা ইমাম আহমদ রেযার জন্য মানতে রাজি নহে। এই ফতওয়ায় কতিপয় বিজ্ঞ দেওবন্দী ওলামাদের নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- যারা সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার খতমে নবুয়তকে কেবল প্রকাশ্যে অস্বীকার করেনি বরঞ্চ অপরাপর বিষয়েও শানে নবুয়তে ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করেছে। বিশ্লেষণধর্মী লিখনীতে অধার্মিকতা ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

একদিকে তারা সত্য ইতিহাস গোপন করেছে অন্যদিকে কংগ্রেসভুক্ত প্রসিদ্ধ নেতা মৌলভী আতাউল্লাহ শাহ্ বোখারী সম্পর্কে এ বলে অত্যন্ত বিস্ময়কর মন্তব্য করেছে যে, 'তিনি (বোখারী) মজলিসে আহরার এর প্লাট ফর্ম থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করে জিহাদে নিয়োজিত ছিলেন।' মুফতি জমিল খান ছাহেব মনে হয় মুসলমানদের স্মৃতি শক্তিকে দুর্বল মনে করেন। অথচ আজো কংগ্রেস সমর্থিত মৌলভী আতাউল্লাহ্ শাহ্ বোখারী বক্তৃতাগুলো পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তার ভূমিকা ভারতবর্ষের সকল প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ও পুস্তকাদিতে সংরক্ষিত রয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টি সম্পর্কে তার এ উক্তি আজো বিদ্যমান যে, "আজো ভারতবর্ষে কোন মায়ের এমন সন্তান জন্ম হয় নি, যিনি পাকিস্তান এর 'পা' অক্ষরও সৃষ্টি করতে পারবে!" কায়েদে আজম সম্পর্কে কংগ্রেস সমর্থিত নেতা মৌলভী মজহার আলী আজহার-এর রচিত কবিতা সর্বদা তার মুখে শোভা পেতো।

اک کافرہ کے واسطے یا سلام کو چھوڑا
یہ قائداعظم ہے کہ کافراعظم

*একজন কাফের মহিলার তরে করেছে ইসলাম বর্জন*
*এই কায়েদে আজম হলো কাফির আজম*

মুফতি জমিল খান দেওবন্দীর ফতওয়া মতে যদি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা এবং হিন্দুদের নেতৃত্বে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী সংগঠন কংগ্রেস ও এর সংশ্লিষ্ট হিন্দু নেতৃবর্গ গান্ধী নেহেরু প্রমূখের সাথে দহরম মহরম ঘনিষ্ঠতার নাম ইসলামী জিহাদ হয় তাহলে তো গান্ধী নেহেরু সবচেয়ে বড় মুজাহেদে ইসলাম। কারণ ওরা তো নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত, আর আতাউল্লাহ্ বোখারী কংগ্রেসী তিনি তো নিচক তাদের অনুসারী মুক্তাদি। মুফতি সাহেবের উচিৎ হবে ওদের ব্যাপারেও অনুরূপ ফতওয়া দেওয়া। একথা আমি বলছি না বরং এ যুগের প্রখ্যাত সাংবাদিক মাওলানা জুফর আলী খান এ ধরনের গান্ধী মার্কা আমীরে শরীয়তের ব্যাপারে বলেন-

باوا تھے مسلمان تو بیٹے تھے مجوسی
پوتے جو ہیں احرار وہ کہلائے فلوسی
ملجائے جہاں چندہ وہی ہے وطن ان کا
ھندی ہیں نہ مصری ہیں نہ چینی ہیں نہ روسی
نہرو جو ہے دلہا تو دلہن مجلس احرار
ہو پیر بخاری کو مبارک یہ عروسی

*পিতা ছিলো মুসলমান পুত্র হলো অগ্নিপুজক*
*পৌত্র যিনি স্বাধীনচেতা বলা হতো অর্থ পুজক।*
*অর্থ যেথা পেত তারা মাতৃভূমি হতো সেথা*
*হিন্দি কিংবা মিসরী নয়, চিনও নয় রাশিয়াও নয়।*
*নেহেরু হলো সভার বর আহরারি হলো কনে*
*পীর বোখারীর শুভ মিলন হোক যে তার সনে।*

অতীব পরিতাপের বিষয় হলো মুফতি জমিল খান ছাহেব এর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে দেওবন্দী মৌলভী গোলাম গউস হাজারভী ও মৌলভী আবদুল হাকিমের নিন্দায় একটি শব্দও উল্লেখ করেনি। এমনকি তিনি এ ঘটনাও উল্লেখ করেননি যে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তান জাতীয় সংসদে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে কাফির ঘোষণা সংক্রান্ত প্রস্তাবে তারা স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছিলো। আল্লাহ না করুক। এ ঘটনার সম্পর্ক যদি আহলে সুন্নাতের সাথে হতো কুফরী ফতওয়ার কতো তীর যে আহলে সুন্নাতের প্রতি নিক্ষেপ হতো?

ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)'র ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্রদ্বয়, খলিফা-ভক্ত-অনুরক্ত, শুভাকাংখী ওলামাগণ অবিভক্ত ভারতে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধ অব্যাহত রেখেছেন। সহস্রাধিক ফতওয়া প্রকাশিত হয়েছে বিশের অধিক পুস্তিকাদি লিখিত হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উপনৈবেশিক ছায়াতলে আশ্রিত ও লালিত মুসলিম নামধারী ওসব মুনাফিকদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার এখতিয়ার আহলে সুন্নাতের ওলামাদের নিকট ছিলো না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অল ইন্ডিয়া সুন্নী কনফারেন্স এর মঞ্চ হতে আহলে সুন্নাতের সর্বস্তরের পীর-মাশায়েখ-ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ সুন্নী জনগণ মুসলিমলীগ ও কায়েদে আজমকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়েছিলো। গুটিকয়েক ব্যতীত সকল দেওবন্দীরা গান্ধী প্রীতিতে অন্ধ হয়ে আসক্ত হয়ে পড়েছিলো। এবং কংগ্রেসের ক্রোড়ে আশ্রয় নিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মুখর এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেও কাদিয়ানী ফিৎনা ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে পারে নি।[২৩] বিশেষতঃ আবদুল হামিদ বদায়ুনী (রহ.) মুসলিম লীগের প্লাটফর্ম থেকেও এ সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলো- যার স্বীকারোক্তি কংগ্রেস সমর্থিত শীর্ষ গবেষক ড. আবু সোলাইমান শাহাজাহানপুরী তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন যে, মাওলানা বদায়ুনী (রহ.) (ওফাত ১৯৪৪ খৃ.) লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিমলীগের এক জনসভায় উত্থাপন করেন যে, সংখ্যালঘু কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে বিশ্বের মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে অমুসলিম ও ইসলাম বহির্ভূত ঘোষণা করা হোক।[২৪]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৪ মার্চ ১৯৪৯ সনে সংসদীয় নীতিমালা নির্ধারণের পর কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়, ১৯৫১ সনে করাচীতে বিভিন্ন মতাদর্শী চিন্তাধারার সর্বদলীয় ওলামাদের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে বাইশ দফা দাবীর ভিত্তিতে ইসলামী সংবিধানে প্রণয়নের মৌলিক কাজ সম্পন্ন হলো। এতে খলিফায়ে আ'লা হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (ওফাত ১৯৪৮ খৃ.) কর্তৃক প্রণীত ইসলামী সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোও ২২ দফা সম্বলিত দাবীনামায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এসব দাবীনামা প্রণয়নে মাওলানা আবদুল হামিদ বদায়ুনী (রহ.) অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন ১৯৫২-৫৩ সনে খতমে নবুয়ত আন্দোলন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তির সমন্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এ পর্যায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতগণ প্রথম পর্যায়ের গুরুত্ব দায়িত্ব পালন করলো।

এ আন্দোলনে আহারারি, দেওবন্দী, আহলে হাদীস, শিয়াপন্থী ওলামারা যদিও অংশগ্রহণ করেছিলো কিন্তু ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ছিলো সংখ্যাগরিষ্ট।

গোন্ডা শরীফের পীর সাহেব জনাব গোলাম মহিউদ্দিন স্বশরীরে সভা সমাবেশে আসন অলংকৃত করে খতমে নবুয়ত আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে দিলো। আন্দোলন নতুন রূপে দানা বেধে উঠলো। এ পর্যায়ে নেতৃত্বের সারিতে আরো অধিষ্ঠিত ছিলো খলিফায়ে আ'লা হযরত আজিমূল বরকত মুজাহিদে মিল্লাত হযরত আল্লামা আবুল হাসানত (রহ.)। সমগ্র করাচীতে আল্লামা আবদুল হামিদ বদায়ুনী (রহ.) সক্রীয় ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলনে হাজার

হাজার জনতা পাঞ্জাবে শহীদ হলো। শহীদানের মধ্যে আহলে সুন্নাতের অনুসারী ছিলো সর্বাধিক। পাঞ্জাব, করাচী ও সিন্ধু প্রদেশ হতে যে সহস্রাধিক পীর-মাশায়েখ ওলামায়ে কেরাম গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হয়ে অমানবিক শাস্তি ও নির্যাতন ভোগ করেছিলো তাদের মধ্যে মাশায়েখ ও ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ছিলো সংখ্যাগরিষ্ট।

আন্দোলনে বিজয়ের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে কতিপয় দেওবন্দী ও আহরারি ওলামা নামে মাত্র আন্দোলনে অংশ নিলো। করাচীতে মৌলভী এহতেশামুল হক থানভী লাহোরে মৌলভী দাউদ গজনভী ও মওদুদী ছাহেব দায়সারা কাজে যোগদান করলো। বিশেষতঃ মওদুদী ছাহেবের ইচ্ছা ছিলো যে আহলে সুন্নাতের শীর্ষ ওলামাগণ যখন গ্রেফতার হয়ে যাবে আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজ করায়ত্বে নিয়ে আসবে মূলতঃ এভাবে তিনি এবং তার দল রাজনৈতিক ফায়দা অর্জনে ব্যস্ত ছিলো দেশ বিভক্তির পূর্বেও তার দলের এ ধরনের ভূমিকায় কায়েদে আজম ও মুসলিম লীগের বিরোধীতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো[৭৫] তবে শেষ পর্যায়ে তিনিও ময়দানে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হলেন। যে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সামরিক আইনের ফাঁসীর আদেশ দেয়া হলো ওদের মধ্যে দু'জন ছিলেন আহলে সুন্নাতের নেতৃস্থানীয়।

সর্বপ্রথম মাওলানা আবদুস সাত্তার খান নিয়াজীর বিরুদ্ধে ফাঁসীর আদেশ দেওয়া হলো। অতঃপর মাওলানা খলিল আহমদ ছাহেব (খলিফায়ে আ'লা হযরত আল্লামা আবুল হাসানাতের পুত্র) এরপর জনাব মওদুদী ছাহেবকেও ফাঁসীর আদেশ দেয়া হলো। সর্বপ্রকার লোভ-লালসা জুলুম নির্যাতন সত্ত্বেও আহলে সুন্নাতের ওলামাগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সুমহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। ফাঁসীর আদেশ তো রহিত হলো না বরং ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ও সর্বস্তরের জনগণের ঈমানী চেতনা ও জিহাদী প্রেরণা ও দৃঢ় মনোবল দেখে তৎকালীন সরকার মাওলানা আবদুস সাত্তার নিয়াজী সাহেব মওদুদী সাহেব ও মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব এর শাস্তি পর্যায়ক্রমে ১৪ বৎসর এবং ৭ বৎসর কমিয়ে আনলো। সর্বশেষ বিশ্বমুসলিম নেতৃবর্গের দাবীর মুখে প্রথমজন দেড় বৎসর অপরজন দু'বৎসর কারাবরণ করার পর মুক্তি লাভ করলো। যে সব ওলামাগণকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো তাদেরকেও দু' এক বছর কারাভোগের পর মুক্তি দেয়া হয়েছিলো। ১৯৭৩-৭৪ সালে যখন জুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসন বিরোধী জাতীয় সংসদের কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে আন্দোলন চলছিলো তখন আল্লামা শাহ্ আহমদ নুরানী সিদ্দিকী ছাহেবের নেতৃত্বে 'জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান' এর পার্লামেন্টারী গ্রুপের সকল সদস্যবর্গ সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকার স্বাক্ষর রেখেছিল। এ পর্যায়ে মুফতি মাহমুদ ছাহেব (দেওবন্দী) জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম প্লাট ফর্ম থেকে আল্লামা শাহ আহমদ নুরানীর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

জাতীয় সংসদে পিপলস পার্টির সাংসদের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ট ছিলো সুন্নী মতাদর্শীরা। তারাও কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীকে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করেন। যে কারণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সাহেব পাকিস্তান মুসলমানদের এই সর্বাত্মক দাবীকে মানতে বাধ্য হলেন। সর্বশেষ জাতীয় সংসদে এরপর সিনেট কর্তৃক এই দাবী অনুমোদন করে

এমন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে মহাপ্রলয় পর্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে যা লিখিত হয়ে থাকবে।

এই ঐতিহাসিক ঘটনা আলোকপাত করতে গিয়ে সুন্নী দুনিয়ার গৌরব প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক আন্তর্জাতিক ইসলাম প্রচারক, আল্লামা আরশাদুল কাদেরী ছাহেব লিখেছেন যে, 'বিশ্বের ইসলামী রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে এই সম্মান ও গৌরবময় কৃতিত্ব কেবল পাকিস্তানের অর্জিত হয়েছে। পাকিস্তান জাতীয় সংসদ খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করে আইনগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে ইসলামের গন্ডি থেকে বর্হিভূত করেছে, ইমাম আহমদ রেযার ফতওয়াই পার্লামেন্টের এই সিদ্ধান্তের মৌল ভিত্তি। এই ফতওয়ার আইনানুগ বাস্তবায়নে ইমাম আহমদ রেযার অনুসৃত মতাদর্শে বিশ্বাসী ওলামাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। খতমে নবুয়ত আক্বিদার সত্যতা এটাকেই বলা হয়। কোন সংগ্রাম প্রচেষ্টা ছাড়া ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র আজ-পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত ও ঐতিহাসিক ঘোষণার সামনে তাদের মস্তক অবনত করেছে।"

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য অফুরন্ত রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক সে সব সত্যান্বেষী ওলামাগণের উপর যাঁরা হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাহ.)'র সুন্নাতের উপর আমল করতে গিয়ে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধ চালিয়ে গেছেন ও যাচ্ছেন। খতমে নবুয়ত আন্দোলনের সে সব শহীদানের উপর করুণা বর্ষিত হোক- যাঁরা প্রিয় নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সুমহমান মর্যাদা সংরক্ষণে নিজেদের প্রাণের নজরানা উৎসর্গ করেছেন। সে সব পথপ্রদর্শক ওলামায়ে মিল্লাতের প্রতিও রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক, যাঁরা আযমতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখার প্রত্যয়ে কারাবরণের অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, সে সব সত্যপন্থী ইসলাম প্রেমীদের প্রতি যাঁরা হুব্বে রসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার কারণে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণাপত্রে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেছেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সকল মুমীন মুসলমান যারা খলীফায়ে রাসুল হযরত আমিরুল মুমেনিন সৈয়্যদানা আবু বকর সিদ্দিক (রাহ.)'র পবিত্র নির্দেশ বাস্তবায়নে বর্তমান যুগের মুসায়লামাতুল কাজ্জাব ও তার দলের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আল্লাহ ও তদীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সন্তুষ্টি অর্জনে ধন্য হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিজেদের জন্য সাদকায়ে জারীয়া'র ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। আল্লাহ পাক এই পবিত্র ভূমির প্রেমিকদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। আমিন। বেহুরমতে সৈয়্যদিল মুরসালিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকীন, ওয়াসাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা খায়রি খালকিহি ওয়াআসহাবিহি ওয়া আউলিয়ায়ে মিল্লাতিহি আজমাঈন ওয়া বারিক ওয়াসাল্লামা ইলা ইয়াউমুদ দ্বীন।

=====

তথ্য সূত্রঃ
১. আল কুরআন
২. মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড পৃ. ১৯৯ তিরমিযী পৃ. ২৪৩ গনীমত শীর্ষক অধ্যায়
৩. মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড পৃ. ২৪৮ বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড পৃ. ৫০১
৪. বোখারী শরীফ ১ম খন্ড পৃ.৪৯১
৫. বোখারী শরীফ ২য় খন্ড পৃ. ৬৩৩
৬. মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড পৃ. ২৭৮ তিরমিযী শরীফ পৃ. ৫৩৪
৭. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মসউদ আহমদ, হায়াতে মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী, প্রকাশ- এদারায়ে তাহক্বীকাতে ইমাম আহমদ রেযা করাচী, প্রকাশকাল ১৯৯৮খৃ.
৮. প্রাগুক্ত
৯. অভিমত সমূহ হুসামূল হারামাঈন-২, আদদৌলাতুল মক্কীয়া
১০. মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন রিজভী, মাওলানা নক্বী আলী খান খান বেরলভী পৃ. ৬০
১১. প্রাগুক্ত পৃ. ৬৭
১২. কাসেম নানুতভী মৌলভী "তাহজীরুন্নাস" পৃ.৩
১৩. প্রাগুক্ত পৃ. ১২
১৪. মাহনামা "কানযুল ঈমান" (লাহোর) সেপ্টেম্বর ১৯৯৭খৃ. (খতমে নবুয়ত সংখ্যা) পৃ. ২১ সূত্র : "কায়েদে আজমকা মসলক" পৃ. ২৯৩ কৃতঃ সৈয়দ ছাবের হোসাইন শাহ্ বোখারী।
১৫. ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী 'আহকামে শরীয়ত" (মদীনা পাবলিকেশন্স করাচী) ১ম খন্ড পৃ. ১১২
১৬. প্রাগুক্ত পৃ. ১২২, ১২৮, ১৩৯, ১৭৭
১৭. ইমাম আহমদ রেযা খান, "আসসুউল ইক্বাব আ'লা মসিহিল কাজ্জাব ই মজমুয়া রসায়েল (রদ্দে মির্জায়িয়ত) মাসয়ালা নুর ওয়া ছায়া পৃ. ২৬
১৮. আবুল হাসান আলী নদভী, সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী পৃ. ৫৫, ৫৬, সূত্রঃ মায়ারেফে রেযা (সালনামা) ১৪১৯ হিঃ/১৯৮ করাচী পৃ. ২৭
১৯. আল্লামা আরশাদুল কাদেরী 'ইমাম আহমদ রেযা আওর রদ্দে কাদিয়ানীয়ত মায়ারেফে রেযা' (সালনামা) ১৪১৯হিঃ/১৯৯৮পৃ.২৭
২০. আবদুল মজীদ সালেক 'ইয়ারানে কুহন' প্রকাশ লাহোর ১৯৫৫খৃ. পৃ.৪২
২১. বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন
ক. আবদুল্লাহ আয়মন কালামাতে আশরাফীয়া (প্রকাশ লাহোর)
খ. মুহাম্মদ আফজল শাহেদ থানভী 'কাদিয়ানী দেহলীজ পর' মাসিক আল কউলুস সদীদ জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ১৯৯৩ ইং মে ১৯৯৬।
গ. মাওলানা শাহ্ হোসাইন গরদিযী 'তজল্লিয়াতে মেহরে আনওয়ার' প্রকাশঃ করাচী পৃ. ৫৫৬-৫৫৭
২২. প্রফেসর খালিদ বশীর আহমদ 'তারিখে মোহাসাবায়ে কাদিয়ানীয়ত' (ফসালাবাদ) পৃ.৪৬০
২৩. সিমনিস্তান পৃ. ৫৫, ৫৬, ৯৭, ১৪৮
২৪. মাহনামা 'আলহক' (আকুড়া খড়ক) আগস্ট ১৯৯৭ সন পৃ. ৪৮.
২৫. মাহনামা 'তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত (করাচী) আগস্ট ১৯৭২ খৃ. (খন্ড-২ সংখ্যা, ২৩,) পৃ. ৭৮/৮৪
ইন্টারভিউ, মাওলানা সৈয়দ খলিল আহমদ কাদেরী আল বরকাতি ও মাওলানা আবদুস সাত্তার খান নিয়াজী।

।। দুই।।

کنزالایمان کی عرب دنیا میں پزیرائی
تحریر: صاجبزادہ سید وجاہت رسول قادری

# আরব বিশ্বে 'কান্‌যুল ঈমান'র স্বীকৃতি

از طفیل سرور ہردو جہاں ﷺ کنزایمان در جہاں مشہور شد (سید خضر نوشاہی)

এ সংবাদ মুসলিম বিশ্ব বিশেষতঃ উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের যে মিশর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শায়খ আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তানতাবীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র "মাজমাউল বাহ্‌স আল ইসলামিয়া" (কায়রো) ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কৃত কুরআনুল করীমের বিশুদ্ধ উর্দু অনুবাদ 'কানযুল ঈমান'কে বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য অনুবাদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সর্বস্তরের মুসলমানদের কল্যাণার্থে এর প্রচার প্রসারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এই পরিকল্পনার বাস্তাবয়নে শায়খ আযহার-এর নেতৃত্বে মাজমাউল বাহ্‌স আল ইসলামিয়া (কায়রো) একটি সার্টিফিকেটও প্রবর্তন করেন। ভারতের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান "আল জামেয়া আল আশরাফিয়া" মুবারকপুর আজমগড়-এর প্রবীণ শিক্ষাবিদ মাওলানা শামসুল হুদার প্রচেষ্টায় এ সনদ প্রবর্তন হয়। এ ক্ষেত্রে এদারা-ই তাহক্বিকাত-ই ইমাম আহমদ রেযা পাকিস্তান (করাচী)-এর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। এ সংস্থা বিগত চার বৎসর থেকে জামেয়া আল আযহারের বিভিন্ন বিভাগে ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র জীবন কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত গ্রন্থাবলী ও ইসলামী সাহিত্যের উপর লিখিত তাঁর অসংখ্য মৌলিক রচনাবলী বিতরণ করে আসছে। ১৯৯৯ সনে সংস্থার দু'জন শীর্ষ প্রতিনিধি সংস্থার চেয়ারম্যান, ছাহেবজাদা ওয়াজাহাত রসুল কাদেরী ও শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী জামেয়া আল আযহার পরিদর্শনে যান। জামেয়া আল আযহারের খ্যাতনামা প্রসেফরবৃন্দ, মিশরের ওলামায়ে কেরাম এবং শায়খুল আযহার আল্লামা ড. মুহাম্মদ সৈয়দ তানতাবী-এর সাথে জামেয়ার প্রসেফর সৈয়দ হাযেম মুহাম্মদ আহমদ আল মাহফুজ এর সহযোগিতায় সাক্ষাতের সৌভাগ্যও তাঁরা অর্জন করেন। কান্‌যুল ঈমানসহ ৩৫০টি মূল্যবান গ্রন্থাবলী তাঁরা উপহার স্বরূপ শায়খুল আযহারকে অর্পণ করেন। ইদারার সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর ড. মজিদ উল্লাহ কাদেরী কর্তৃক কান্‌যুল ঈমানের উপর লিখিত থিসিসও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কান্‌যুল ঈমান সম্পর্কিত সংবাদটি 'জমিয়তুল আদদাওয়াতু আল ইসলামিয়া আলমিয়া' লিবিয়ার ব্যবস্থাপনায় আরবী ইংরেজী ও ফ্রান্স ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আদদাওয়াত'

পত্রিকার ২৬ রবিউল আউয়াল ১৪২১ হিজরি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম আহমদ রেযা ক্বাদেরী বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত পবিত্র কুরআনের উর্দু অনুবাদ কান্‌যুল ঈমান এর অনুবাদ কর্ম ১৩৩০হিজরি মুতাবিক ১৯১১ সনে পূর্ণতার সাথে সমাপ্ত হয়। তাঁর জীবদ্দশায় প্রথম সংস্করণ ভারতের মুরাদাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়বার এ অনুবাদ তাঁর খলিফা সদরুল আফাজিল মাওলানা নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত টীকা টিপ্পনীসহ আ'লা হযরতের ইন্তেকালের পর মুরাদাবাদ থেকেই প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত এর উপর অসংখ্য টীকা ও ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে বলা যায় যে, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আল ক্বোরআনের অনুবাদগুলোর মধ্যে কান্‌যুল ঈমানই সর্বাধিক বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ। কান্‌যুল ঈমান'র বিশেষত্ব পর্যালোচনায় বিশ্বের বহু খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দার্শনিক স্ব স্ব মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

**প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মসউদ আহমদ বলেন-** ক্বোরআনুল করীমের উর্দু অনুবাদকবৃন্দের মধ্যে ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি সুগভীর প্রজ্ঞার কারণে অনন্য ও অদ্বিতীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত। যে ব্যক্তি তাঁর লেখা অধ্যায়ন করেছে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রচনাবলী, টীকা-টিপ্পনী ও পান্ডুলিপি যার দৃষ্টিগোচর হয়েছে সে এ বিষয়টি সত্যায়ন করতে পারবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি এক সচেতন, বিচক্ষণ ও শিষ্ঠাচার সম্পন্ন অনুবাদক। তাঁর অনুবাদ কর্ম পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যখন কোন আয়াতের অনুবাদ করতেন তখন সম্পূর্ণ কোরআন, কোরআনের বিষয়বস্তু ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হতো। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ইমাম আহমদ রেযা এই অনুবাদ অন্য কোন তাফসীর, হাদীস বা পূর্বেকার কোন উর্দু-ফার্সী অনুবাদের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন করেছেন। এর ধরণ ছিল এ যে, তিনি কোন কিতাবের সাহায্য ব্যতিরেকে আয়াতের তরজমা পেশ করতেন আর স্বীয় খলিফা সদরুশ শরীয়ত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তা তাৎক্ষণিক লিখে নিতেন।

প্রফেসর মসউদ আহমদ কানযুল ঈমানের বিশেষত্ব প্রমাণে আরো বলেন- আল কোরআনের তরজমায় এমন নৈপূন্যতা ও পূর্ণতা সৃষ্টি হওয়া সৃষ্টিরাজির মধ্যে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এর দ্বারা অনুবাদকের শ্রেষ্ঠত্বের অনুমান করা যায়। নিঃসন্দেহে ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সত্তা আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কৃপাদৃষ্টিতে কান্‌যুল ঈমানের জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা আজ সর্বত্র সমাদৃত। মুসলিম মিল্লাতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও সত্যান্বেষী পাঠক মহলে এ তরজমা অধিকহারে পঠিত ও নন্দিত। এটাই একমাত্র উর্দু অনুদিত কোরআন-যার বৈষয়িক শৈল্পিক সাহিত্য সৌন্দর্য অনন্য মহিমায় ভাস্বর।

প্রকাশকাল থেকে অদ্যাবধি এর উপর সহস্রাধিক প্রবন্ধমালা ও অসংখ্য পর্যালোচনা লিখা হয়েছে এবং লিখা হচ্ছে। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অন্য কোন তরজমাতে দেখা যায় না। অসংখ্য

পন্ডিত গবেষক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে কানযুল ঈমানকে এম ফিল ও পি এইচ ডি'র থিসিস রূপে নির্ধারণ করেছে। ইদারা-ই তাহক্বিক্বত-এ ইমাম আহমদ রেযা এর জেনারেল সেক্রেটারি প্রফেসর ড. মজিদ উল্লাহ কাদেরী কান্যুল ঈমান-এর উপর উচ্চতর গবেষণায় ১৯৯৩ সনে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন, যা গ্রন্থাকারে ইদারার পক্ষ থেকে ১৯৯৯ সনে প্রকাশিত হয়েছে।

*বিদ্রঃ (বাংলা ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ও উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে, ইমাম আহমদ রেযা বেরেলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত কানযুল ঈমান ও তাফসীর টীকা খাযাইনুল ইরফান কৃত সদরুল আফাজিল সৈয়দ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র গুলশানে হাবীব কর্তৃক প্রকাশিত আলেমে দ্বীন গবেষক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান অনুদিত কানযুল ঈমান সুন্নী মুসলমানদের জন্য নিঃসন্দেহে আনন্দের। অনুবাদক)*

❖ **হযরত আল্লামা মুফতি ড. মুহাম্মদ মুকাররম আহমদ,** অধ্যাপক আরবী বিভাগ জামেয়া মিল্লিয়া 'দিল্লী' কান্যুল ঈমানের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেন, এটা এক স্বীকৃত বাস্তবতা যে, ইমাম বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সাহিত্যের যোগ্যতার মানদন্ডে সমসাময়িক ও পরবর্তীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সমপর্যায়ের আলেম না তাঁর যুগে ছিল, না বর্তমানে আছে। কোরআনুল করীমের নির্ভূল ও বিশুদ্ধ তরজমা সে আলেমই করতে পারেন যার আরবী, ফার্সি এবং উর্দু ভাষায় দক্ষতা রয়েছে। যিনি ফসাহাত বা অলঙ্কারশাস্ত্র এবং পরিভাষা সম্পর্কে অবগত। কোরআন সম্পর্কিত জ্ঞানের পাশাপাশি হাদীস শাস্ত্রেও যার পূর্ণ দক্ষতা রয়েছে। যিনি আয়াতসমূহ অবতরণের প্রেক্ষাপট ও সেই সময়কার পরিবেশ পরিস্থিতি ও অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত। নবী প্রেমের সিন্ধুতে যার অন্তরাত্মা অবগাহিত। পূর্ণ বিনয়ী ও নম্রভাবে আশা নিরাশার মধ্যেও লিখনীতে যিনি অভ্যস্থ। আমরা যখন ফাযেলে বেরলভীর জীবনকর্ম ও তাঁর জ্ঞানগত যোগ্যতার ও স্তর পর্যালোচনা করি তখনি উপরোক্ত গুণাবলীর পূর্ণতার বাস্তব চিত্র ও অবয়ব তার মধ্যে মূর্তরূপে দেখতে পাই। এ কারণেই কানযুল ঈমান বিশ্ব্যাপী আজ সমাদৃত। কেবলমাত্র সর্বসাধারণ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে তা নয় বরং প্রত্যেক মতাদর্শী ওলামা সমাজ আজ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।

❖ **হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী** (শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর জামেয়া নিযামিয়া রিজভিয়া লাহোর) কানযুল ঈমান প্রসঙ্গে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ এক অভিমতে নিম্নোক্ত কথাগুলো উল্লেখ করেন, "কোরআন বুঝার জন্য কেবল আরবী ভাষা নাহু, ছরফ, ইলমে মায়ানী, বয়ান, বদী তাফসীর, হাদীস, আক্বাঈদ, কালাম, ইতিহাস ইত্যাদি শাস্ত্রের গভীর অধ্যয়নই যথেষ্ট নয় বরং আল্লাহ তায়ালা এবং প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সাথে অকৃত্রিম ঈমানী সম্পর্ক ও আত্মিক সম্পর্ক জরুরী। এদিকে পবিত্র কুরআনের অনুবাদকবৃন্দের মধ্যে ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র অবস্থান শীর্ষে। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পঞ্চাশের অধিক বিষয়ে বিস্ময়কর প্রতিভা ও যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি সর্বদ্রষ্টার গুপ্ত রহস্যাবলীর অন্তরদ্রষ্টা, আল্লাহর রঙে রঙিত, আল্লাহ ও

তদীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার প্রেমে উৎসর্গীত।
সরকারে দোয়া আলমের কৃপায় তাঁর অন্তরাত্মা ফয়ুজাতে ইলাহিয়্যার বিকাশস্থল। এজন্যই কোরআনুল করীমের অনন্য অসাধারণ নির্ভূল বিশুদ্ধ অনুবাদকে 'কান্‌যুল ঈমান ফী তরজামাতিল কোরআন, নামে নামকরণ করেছেন। বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের কারণে কতিপয় রাষ্ট্রে এই অনুবাদের উপর বিধি নিষেধ আরোপ হয়েছে। আল্লাহর শোকরিয়া খোদা প্রদত্ত গ্রহণযোগ্যতার অবস্থা এই যে, এই তরজুমার চাহিদা আরো সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে ইংরেজী, ফ্রান্স, ডস, তুর্কী, বাংলা, সিন্ধি, পুসতু বিভিন্ন ভাষায় এর ভাষান্তর প্রকাশিত। ইমাম আহমদ রেযার এই তরজমা কোরআন ১৮৯১ সনে এর অনুবাদকর্ম সম্পন্ন হয়। তাঁর জীবদ্দশায় প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশকাল যদি ১৯১৮ হয় তাহলে ২০১০ পর্যন্ত অদ্যবধি ৯২ বৎসরে লক্ষাধিক সংখ্যা বহু সংস্করণ ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মতাদর্শগত ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁর যুগের উলামা এবং পরবর্তী যুগের শীর্ষ ওলামাগণ তা পড়েছেন ও দেখেছেন। কিন্তু কানযুল ঈমান বা তার টীকা-টিপ্পনী (হাশিয়া) খাযাইনুল ইরফান-এ কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি, অপব্যাখ্যা বিকৃতি বা শরীয়ত বিরোধী কোন বিষয় আজো পর্যন্ত কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি, অন্যথায় ভিন্নমতাবলম্বিরা তা অবশ্যই প্রচার প্রসারে বিমুখ হতো না।
১৯৮২ সনে কতিপয় স্বার্থান্বেষী কট্টরপন্থী উগ্রবাদী ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলীগী ও জামাতে ইসলামীর শীর্ষ লোকেরা কানযুল ঈমানের ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা, উত্তরোত্তর এ তরজমা কোরআনের খ্যাতিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নানাবিধ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান প্রচার প্রসারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর আপীল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব বিশ্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার প্রচার প্রসার সরবরাহ ক্রয়-বিক্রয়ে নিষিদ্ধতা আরোপ করে। এ সংবাদ ৫মার্চ ১৯৮২ খলিজ টাইমস পৃষ্ঠা ২ (সংযুক্ত আরব আমিরাত) এ প্রকাশিত হয়েছে। এ সংবাদ রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর পক্ষ থেকে ২ মার্চ ১৯৮২ সনে (জিদ্দায়) প্রকাশ করা হয়। প্রচারিত সংবাদের বক্তব্য ছিল যে, কোরআনের উর্দু তরজমা কানযুল ঈমান ও হাশিয়া দুটিই প্রকাশযোগ্য নয়। এতে আপত্তিকর উক্তি রয়েছে। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো কোনো প্রকাশনা যখন নিষিদ্ধ করা হয় সর্বপ্রথম প্রকাশক, লিখক অথবা সংশ্লিষ্ট সত্ত্বাধিকারী সংস্থা বা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সতর্ক করতে হবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু কানযুল ঈমানের ক্ষেত্রে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের কর্তৃপক্ষ বিষয়টি চূড়ান্তরূপে চিহ্নিত করতে পারে নি। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দোষী বা অপরাধী সাব্যস্ত করলে অপরাধ উল্লেখ করতে হবে, নতুবা তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু কুচক্রীমহল আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘন করে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াসে কানযুল ঈমান নিষিদ্ধ করার সংবাদে আনন্দিত ও দারুনভাবে উল্লাসিত হয় কানযুল ঈমান বিরোধিতায় এরা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও ভিত্তিহীন বিভ্রান্তিকর মতামত প্রকাশ করতে থাকে। অনেকে গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করেছে। যখন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং কানযুল ঈমানের বিরুদ্ধে

আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবীতে উপমহাদেশের সর্বত্র সভা, সমাবেশ, বিক্ষোভসহ বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মসূচী গৃহীত হলো, কানযুল ঈমান এর নির্ভুলতা ও বিশুদ্ধতার সমর্থনে পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীসমূহে যখন প্রবন্ধ লিখা শুরু হলো, প্রচারপত্র লিপলেট বিতরণ সর্বত্র ব্যাপকভাবে চলতে লাগলো তখনি ইসলাম বিকৃতিকারী এই কুচক্রীমহল দিশেহারা হয়ে পড়লো। পরিশেষে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী কুটচালের আশ্রয় গ্রহণ করলো। আর বলতে লাগলো নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি ছিল স্বাধীন সার্বভৌম আর রাষ্ট্রসমূহের প্রশাসনের নিজস্ব ব্যাপার। তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের অধিকার কারো নেই। অথচ মুসলমানদের বৃহত্তর অংশের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অধিকার তাদেরকে কে দিয়েছে তা বোধগম্য নয়। পরবর্তীতে বিশ্বের বরেণ্য শীর্ষ ওলামারা হারামাঈন শরীফাঈনের প্রশাসনের প্রতি সবিনয়ে দাবী জানিয়েছেন যে, ইসলামী আক্বিদা বিশ্বাস ও যথার্থ মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি জোরদার করার লক্ষ্যে কানযুল ঈমান এর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হোক এবং কানযুল ঈমান প্রসঙ্গে শায়খুল আযহার এর পক্ষ থেকে জারীকৃত সার্টিফিকেট এর ফটোকপি এবং এতদসম্পর্কিত সংবাদ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রচারপূর্বক বিশুদ্ধ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণে কানযুল ঈমান ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। আল আযহারের গবেষণায় চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, কানযুল ঈমান-এ উপস্থাপিত অনুবাদ ব্যাখ্যা টীকা-টিপ্পনী ও হাদীসে রসূলের নির্দেশনা, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীন, বুজুর্গানে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কামিলীনদের প্রদত্ত তাফসীরের নির্যাস। এতে ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী কোন প্রকার মন্তব্য-ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ স্থান পায় নি। ভিন্ন মতাদর্শীদের প্রতিও আমাদের উদাত্ত আহবান, আপনারা উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণে বিদ্বেষমুক্ত অন্তর দিয়ে কানযুল ঈমান নিজে পড়ুন, অপরকে পড়তে উৎসাহিত করুন! অন্তরাত্মাকে রাসুল প্রেমে আলোকিত করুন! হারামাঈন শরীফাঈনের দাবীদার বাদশাহর প্রতি পত্র লেখা হয়েছে কিন্তু তারা উলামাদের প্রেরিত পত্রের কোন উত্তর প্রদান করেন নি। এতে প্রতীয়মান হলো যে তারা এসব কিছু ইমাম আহমদ রেযার অসাধারণ প্রতিভা ও খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর অবদানকে বিলুপ্তির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের স্বপ্নসাধ পূরণ হয়নি। দুনিয়ার সর্বত্র আজ তাঁর জীবন কর্মের উপর ব্যাপক চর্চা ও গবেষণা চলছে। তাঁর রচনাবলীর গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধানে বহু অজানা বিষয় আজ উদঘাটিত হচ্ছে। শায়খুল আযহার পদ মর্যাদাটি ইসলামী বিশ্বের এক গৌরবময় সম্মানজনক পদবী। মিশরের কায়রো আল আযহার ইউনির্ভাসিটি ইসলামের বিগত এক হাজার বৎসরের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন ইসলামী বিদ্যাপীঠ। ইসলামী বিশ্বের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শায়খুল আযহার সৈয়দ তানতাবী এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞ গবেষকবৃন্দ কানযুল ঈমানকে অনন্য, অসাধারণ, বিশুদ্ধ তরজমা কুরআন হিসেবে স্বীকৃতি ব্যক্ত করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর নেতৃবর্গ তাদের মাধ্যমে সৌদি আরব ও উপমহাদেশীয় রাষ্ট্রসমূহের সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শ বিরোধী

চিন্তাধারা বর্জন করুন! নবীজির শান মান ও যথার্থ মর্যাদার সংরক্ষণে আল্লাহর নির্দেশিত ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার প্রদর্শিত পথে কোরআনকে বুঝার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করুন! সকল প্রকার অপব্যাখ্যা, বিকৃতি ও নেজামে মুস্তফা প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলনে পবিত্র কোরআনকে মানবতার মুক্তির সনদ তথা শাশ্বত সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করুন! মানব রচিত সংবিধানের আলোকে শান্তি ও মুক্তি সুদূর পরাহত। সুখী ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম অদ্বিতীয় ঐশীগ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করুন!

আল কোরআনের গভীর অধ্যায়ন আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবে। কবির ভাষায়ঃ

زمشتاقاں اگر تاب سخن بروی نمی دانی
محبت می کند گویا نگاہ بے زبانے را

*প্রেমাস্পদ কথার দীপ্তিতে যদিও নহে ভাব প্রকাশক*
*ভালোবাসা হবে প্রকাশক যেন বোবার দৃষ্টি।*

পবিত্রতা সেই মহীয়ান স্রষ্টার যিনি মহাগ্রন্থ আল কোরআনের জ্ঞান-ভাণ্ডার দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেছেন। লাখো দরুদ সালামের নযরানা সেই মহান রসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার প্রতি যার অন্তরাত্মায় পবিত্র আল কোরআনের অবতরণ হয়েছে, যার কৃপায় হেদায়তের জ্যোতি আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। অন্ধকার হতে আলোর পথে আসার সুযোগ আমরা পেয়েছি, ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র পবিত্র মাজারে সকল সন্ধ্যা বারিধারা বর্ষিত হোক-যার শিক্ষা ও তরজমা কোরআনের নির্যাস ইশকে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা দ্বারা আমাদের অন্তরাত্মাকে আলোকিত করেছে। আমিন। বেহুরমতি সৈয়্যদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা।

=======

।। তিন ।।

# امام احمد رضا اور جامعۃ الازہر

تحریر: علامہ ڈاکٹر راقبال احمد اختر القادری

## ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ও আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার প্রচার প্রসারে আ'লা হযরত (১২৭২হিঃ ওফাত ১৩৪০ হিজরি) (রহ.)'র অবদান সর্বজন স্বীকৃত। ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র জ্ঞানী-গুণী সুধী মহলে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। বিশেষতঃ আরব বিশ্বসহ দুনিয়াব্যাপী তাঁর খ্যাতি রয়েছে। আরব আজমসহ বিশ্বব্যাপী তাঁর মতো অসাধারণ বিস্ময়কর প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব বিরল। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁর আবির্ভাব ছিলো গোটা মুসলিম জাহানের জন্য স্রষ্টার আর্শীবাদ স্বরূপ। যিনি আট শতাধিক উর্দু, ফার্সী গ্রন্থাবলী রচনার পাশাপাশি কেবলমাত্র আরবী ভাষায়ও দুই শতাধিক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও পুস্তক, পুস্তিকাদি রচনা করেছেন, তা ছিলো তাঁর অমর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। উর্দু ভাষী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আরবী ভাষায় প্রভুত প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। মিশর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শায়খ সৈয়্যদ হাযেম বলেন- মহান ইমাম মুজাদ্দিদ আহমদ রেযা খান নিজ মাতৃভাষা উর্দুর তুলনায় আরবীতে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। কারণ, তিনি স্বভাবজাত আরবী ছিলেন [১] আরববাসীর কর্তব্য হলো, ইমাম আহমদ রেযা জীবন-কর্ম ও চিন্তাধারা সম্পর্কে নিজেরা উপকৃত হওয়া এবং বিশ্ববাসীর সামনে তাঁর গবেষণা ও জীবনদর্শনকে উপস্থাপন করা।"

ইমাম আহমদ রেযার উপর ১৯৬৮ সন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যে গবেষণার ধারা সূত্রপাত হয়েছিল, তা অদ্যাবধি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।[২] আ'লা হযরতের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারার উপর অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতবর্গ এম ফিল, এম এড ডক্টরেট থিসিস সম্পন্ন করেছেন। তবে এসব কাজ এশিয়া ও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সীমাবদ্ধ ছিলো। ইসলামী বিশ্বের এই মহামণীষীর উপর গবেষণা হওয়াটা সুদীর্ঘকাল ধরে সর্বমহলের আন্তরিক দাবী ছিলো, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ কাজ হয়নি।

বিশ্বের অন্যান্য বিদ্যাপীঠের মতো জামেয়া আল আযহারের শিক্ষকমণ্ডলী ইমাম আহমদ রেযাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁরা শুধু তাঁকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুরোধা স্বীকার করতেন তা নয় বরং তাকে চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ হিসেবে জানতেন।[৩] ১৩৪০হিজরি মোতাবিক ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আ'লা হযরতের ইন্তেকালের পর হযরত শায়খ মুসা আশশামী আল আযহারী ইমাম আহমদ রেযা প্রণীত আদ্দৌলাতুল মক্কীয়া গ্রন্থে নিম্নোক্ত

অভিমত ব্যক্ত করেন-

'আমি আদ্দৌলাতুল মক্কীয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি, এটাকে নিয়ামক হিসেবে এবং সত্যান্বেষী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদের অন্তরের মহৌষধ হিসেবে পেয়েছি, গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ আহমদ রেযা খান ইমামদের ইমাম, এই উম্মতের মুজাদ্দিদ তথা সংস্কারক।[৪] অনুরূপ আল আযহার অধ্যাপক শায়খ ইব্রাহীম আবদুল মুতী আসসিকা আশশাফেঈ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আদ্দৌলাতুল মক্কীয়া গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি উঁচুমানের স্তম্ভ। আল্লাহ তায়ালা এর প্রণেতাকে দ্বীনে হক ও বিশুদ্ধ তরীকার দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। জামেয়া আল আযহারের অধ্যাপক শায়খ আবদুর রহমান আল হানফী আল মিসরী ১৩২৯হিঃ/১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন, মদীনা মনোয়ারার কতেক বিজ্ঞজন আদ্দৌলাতুল মক্কীয়া সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করলো। আমার জীবনের শপথ! গ্রন্থ প্রণেতা এতে অতীব অর্থবহ সংক্ষিপ্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করেছেন।[৫]

আনুমানিক ৫০ বৎসর পর ১৯৬৩ সালে আ'লা হযরত (রহ.)'র প্রপৌত্র হযরত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আখতার রেযা খান ক্বাদেরী আল আযহারী জামেয়া আল আযহার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে জ্ঞান বিজ্ঞানের অতলান্ত সুবিস্তৃত মহাসাগর ইমাম আহমদ রেযাকে নতুনরূপে আবিস্কার করেন। তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের পরিচিতি করান। ইমাম আহমদ রেযার ব্যক্তিত্ব ও অবদান সম্পর্কে অবগতি লাভের পর ভার্সিটির শিক্ষকগণ হতবাক হলেন।[৬]

আল্লামা আখতার রেযা খান আল আযহারের ইসলামী কানুন ও শরীয়া বিভাগে অধ্যয়নরত অবস্থায় বার্ষিক মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষক মহোদয় উক্ত বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিকট ইলমূল কালাম তথা আক্বিদা বিষয়ক কতিপয় প্রশ্ন করেন। আল্লামা আযহারী ছাড়া কেউ উক্ত প্রশ্নমালার যথার্থ উত্তর দিতে পারে নি। তাঁর বিশুদ্ধ যথার্থ উত্তর শ্রবণে পরীক্ষক মহোদয় নির্বাক চিত্তে প্রশ্ন করলেন, আপনি তো হাদীস ও উসূলে হাদীস বিষয়ক পাঠ শিক্ষা করেছেন। ইলমূল কালাম তথা আক্বিদা বিষয়ক শাস্ত্রের উত্তর দানে কিভাবে সক্ষম হলেন? তদুত্তরে বলেন, আমি আমার বুজুর্গ পিতামহ ইমাম আহমদ রেযার প্রতিষ্ঠিত জামেয়া রিজভীয়্যাহ মানযারুল ইসলাম বেরেলীতে কালামশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি।[৭]

আল্লামা আযহারী জামেয়া আযহারের শায়খুল হাদীস আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ সামাহী ও হাদিস বিভাগের অধ্যাপক আল্লামা শায়খ আবদুল গাফ্ফার -এর নিকট শিক্ষার্জন করেন। সমসাময়িক ওলামাদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রফেসর ড. শায়খ মহিউদ্দিন আলওয়ায়ী (আল আযহারের প্রফেসর) ইমাম আহমদ রেযার জীবন-কর্মের উপর এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন, যা কায়রোর বহুল প্রচারিত 'সওতুশ শরক' নামক পত্রিকায় ১৯৭০ সনের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।[৮] তিনি দীর্ঘ প্রবন্ধে নিম্নোক্ত আলোচনার অবতারণা করেন-

'মাওলানা আহমদ রেযা খান-এর রচনাবলী অন্ততঃ পঞ্চাশটি বিষয়াবলীর উপর লিখিত, যে সব বিষয়ে তাঁর রচনাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য ও বিস্ময়কর হচ্ছে তিনি ইলমে যিযাত, ইলমে যবর, মুকাবালা, ইলমে তবকাতুল আরদ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।[৯] ভারতবর্ষে ইসলামী, আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার প্রকাশনার ইতিহাসে তাঁর কলমে লিখিত।

সহস্রাধিক মনোমুগ্ধকর অধ্যায় রয়েছে। ১৯৯৫ সনে প্রফেসর শায়খ সৈয়দ হাযেম মুহাম্মদ আহমদ আবদুর রহীম আল মাহফুজ (জামেয়া আল আযহারের ভাষা ও অনুবাদ বিভাগের সহযোগি অধ্যাপক) শিক্ষা সফর উপলক্ষে পাকিস্তান এসেছিলেন। ইমাম আহমদ রেযা সম্পর্কে অবগত হলেন। আ'লা হযরতের জ্ঞানের গভীরতা, বৈষয়িক পূর্ণতার কথা জেনে নির্বাক হয়ে পড়লেন। অনায়াসে তিনি ইমাম আহমদ রেযাকে মহান মুজাদ্দিদ উপাধিতে ভূষিত করে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা হলো আরবী-ভাষা প্রেমিক ও আরবী পাঠকশ্রেণী যাদের মাতৃভাষা আরবী তাঁদেরকে এই মহান বিজ্ঞ আলেম কবি, যুগের মুজাদ্দিদ, ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, শায়খ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান সম্বন্ধে পরিচিত করে তুলবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মহান মুজাদ্দিদ স্বীয় মাতৃভাষা উর্দু অপেক্ষা আরবীতে ব্যাপক গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছেন। যেহেতু তিনি স্বভাবজাত আরবী ছিলেন। প্রফেসর সাহেব ইমাম আহমদ রেযার কতেক আরবী কবিতা পাঠ করার পর বিমোহিত হন এবং আ'লা হযরত রচিত কাব্যভাণ্ডার অনুসন্ধানে তৎপর হন। অনেক অনুসন্ধানের পর একত্রে না পাওয়ায় তিনি নিজেই সংগ্রহ ও সংকলের কাজ শুরু করেন। এভাবে দীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে তিনি এ কাজ নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দেন এবং এতে সাফল্য অর্জন করেন। এটা ছিলো আরব বিশ্ব তথা ইসলামী বিশ্বের উপর তাঁর মহান অনুগ্রহ। তিনি বলেন, আমরা এই মহান ইমামের স্তুতি বর্ণনায় যতই লিখি না কেন, তবুও তাঁর যথার্থ মূল্যায়নে পরিপূর্ণ হক আদায় হবে না। তিনি গোটা জীবনকে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে এমন এক পরিবেশে সত্য প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গ করেছেন, যেখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতিপক্ষরা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ট। তিনি ছিলেন আগ্রহী পাঠক, অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞান সমুদ্রের ডুবুরি। তাঁর লিখনী ক্ষুরধার এবং রচনাবলী অতি উঁচু মানের ছিলো।[১০] প্রফেসর হাযেম কিছুদিনের মধ্যে ৩৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত ইমাম আহমদ রেযার আরবী কাব্যের এক বিরাট সম্ভার সংকলন করেন। একটি গবেষণা ভূমিকাও এতে সন্নিবিশেত করেন। সংকলনটি আন্তর্জাতিক গবেষণা ইউনিষ্টিটিউট ইদারা-ই তাহক্বিকাতে ইমাম আহমদ রেযা (করাচী ও রেযা একাডেমী (লাহোর) এর যৌথ উদ্যোগে ১৪১৮ হিঃ মুতাবেক ১৯৯৭ সনে 'বাসাতিনুল গুফরান' নামে প্রকাশিত হয়। এই ঐতিহাসিক গবেষণা কর্মের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন স্বরূপ ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিষ্টিটিউ ইদারা-ই তাহক্বিকাতে ইমাম আহমদ রেযা তাঁকে ইমাম আহমদ রেযা গোল্ড মেডেল রিসার্চ এওয়ার্ড ১৯৯৮ সাল, সম্মাননা পদক প্রদান করেন। এ উপলক্ষে ১৯৯৮ সনের ৬ জুন পাকিস্তানের করাচীতে অনুষ্ঠিত ইমাম আহমদ রেযা কনফারেন্সে প্রফেসর সাহেবকে প্রবন্ধকার হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁর অবদান জাতির কাছে তুলে ধরা হয়। বিজ্ঞ প্রবন্ধকার কনফারেন্সে ইমাম আহমদ রেযা (রাহ.)'র দ্বীনি খিদমত প্রসঙ্গে চমৎকার আরবী প্রবন্ধও উপস্থাপন করেন।[১১]

তিনি ইমাম আহমদ রেযার জীবন কর্মের উপর 'আদ দিরাসাতুর রিজভীয়্যাহ ফী মিসরীল আরাবিয়্যাহ' শীর্ষক একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধও রচনা করেন, যা ১৯৯৮ সনের মে মাসে মিশরের কায়রো "দারুস সিকাফাহ্ লিননশর ওয়াত তাওযীঈ" প্রচার প্রকাশনা সংস্থা দপ্তর

কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। [১২]

এই প্রবন্ধটি বর্ধিত কলেবরে ১৯৯৮ সনে লাহোর পাকিস্তান থেকে রেযা ফাউন্ডেশন লাহোর কর্তৃক "আল্ ইমামূল আকবর আল মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান ওয়াল আলিমুল আরবী" শীর্ষক নামে ১৯৯৮ সনের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০। ইমাম আহমদ রেযা রচিত প্রফেসর ড. মাসউদ আহমদ সংকলিত নির্বাচিত কাব্য সম্ভার হাদায়িক-ই বখশিশ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছেন প্রফেসর সৈয়্যদ হাযেম আযহারী। "মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান আল হানাফী আল ক্বাদেরী আল বেরলভী শায়খ মাশায়েখ আততাসাউফ আল ইসলামী ওয়া আজামু শোরায়িল মাদীহ্ আননব্বী ফীল আসরীল হাদিস।"[১৩] ইমাম আহমদ রেযার সুফীতত্ত্ব ও প্রিয় নবীর শানে কাব্য শীর্ষক একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধও রচনা করেন। যে প্রবন্ধের সারাংশ কায়রো থেকে 'আফাকুল আরাবিয়্যাহ্' নামেক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে ১৯৯৯ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়।

প্রফেসর সাহেব সম্প্রতি ইমাম আহমদ রেযার প্রতিষ্ঠিত সুন্নীয়তের অনন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান জামেয়া রিজভীয়্যাহ মানযারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার, প্রেক্ষাপট ও ইতিবৃত্ত বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণাধর্মী 'ইমামূল আকবর' আল মুজাদ্দিদ প্রবন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার অবতারণা করেছেন- "বাহাস ইলমিঈ মাখতুত বাদারাসাতি বেরেলী আল ইসলামিয়্যাহ আল ফিকরিয়্যাহ্" প্রবন্ধটি সংযোজন করেছেন। প্রফেসর শায়খ হাযেম ইমাম আহমদ রেযা রচিত প্রসিদ্ধ।

*মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম*
*শময়ে বজমে হেদায়ত পে লাখো সালাম*

নাতিয়া সালামাটির আরবী গদ্যানুবাদ করে মিশরের খ্যাতিমান গবেষক কবি ও সাহিত্যিক ড. হোসাইন মুজিব মিসরী কর্তৃক আরবী কাব্যানুবাদ করিয়েছেন, যা কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান ইদারা-ই তাহক্বীকাত-ই ইমাম আহমদ রেযা শীঘ্রই প্রকাশ হতে যাচ্ছে। উক্ত দুইজন বিজ্ঞ প্রফেসর এর ভূমিকা লিখেছেন, সালমা-ই রেযার আরবী ব্যাখ্যার গবেষণা কর্ম অব্যাহত রয়েছে। [১৪]

জামেয়া আল আযহারের ফার্সী বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ড. খলিল আবদুল হামিদ, ইমাম আহমদ রেযার ফার্সী কাব্য সংকলন "আরামগানে রেযার" আরবী গদ্যানুবাদ করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব লিখক গবেষক ও শিক্ষাবিদ বিশিষ্ট গ্রন্থকার ড. হোসাইন মুজিব মিসরী আরমগানে রেযার গদ্যানুবাদকে আরবী ভাষায় কাব্যানুবাদ এ রূপান্তর করেন। ড. হোসাইন মুজিব মিসরী ইমাম আহমদ রেযার গবেষনা কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াটা কেবল মিসরবাসীদের জন্য গর্বের বিষয় নয় বরং তা গোটা আরববাসীকে ইমাম আহমদ রেযার চিন্তাধারা ও দর্শনের প্রতি আহবান জানাচ্ছে। ড. মুজিব মিশরী এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচিতি আরব বিশ্বের জ্ঞানী গুণী ও শিক্ষিত মহলের সবত্র বিস্তৃত। মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, আইন শমস বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু

ইউনিভার্সিটিতে তাঁর ছাত্রগণ লেকচারার ও প্রফেসর এর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন ছাড়াও তিনি আরো পাঁচটি সম্মাননা ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

পৃথিবীর আটটি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর তাঁর দক্ষতা রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ষাটের অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়া আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় তার আটটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচ্যের কবি ড. আল্লামা ইকবাল'র পি.এইচ.ডি প্রবন্ধ তিনিই আরবীতে অনুবাদ করেছেন। জাবিদ নামা, গুলশানে রাজে জদীদ, আরমগানে হিজাজ এর আরবী কাব্যানুবাদ এবং ড. আল্লামা ইকবাল এর জীবন কর্ম সম্পর্কিত পাঁচটি গ্রন্থ রচনার জন্য পাকিস্তান সরকার তাঁকে "সিতারায়ে ইমতিয়াজ" বিশেষ সম্মাননা পদকে ভূষিত করেন।

ড. মুজিব মিসরী ইমাম আহমদ রেযার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা হাসান রেযা খান প্রণীত শোহাদায়ে কারবালা সম্পর্কিত দীর্ঘ উর্দু কসিদার আরবী কাব্যানুবাদও সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে শরহে সালাম-ই রেযার আরবী গদ্যানুবাদ কর্মে নিয়োজিত।[১৫] জামেয়া আল আযহারের অন্য একজন অধ্যাপক ড. আহমদ হোসাইন আজমিরী, আ'লা হযরত গবেষক প্রফেসর মুহাম্মদ মসউদ আহমদ প্রণীত নিম্নোক্ত ইংরেজি পুস্তিকাটির Neglected Genius of the East আরবী অনুবাদ করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি জামেয়া আল আযহার একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করেছে। তা হলো আল আযহারের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইমাম আহমদ রেযা সম্পর্কে পাকিস্তানের একজন কৃতি ছাত্র মোশতাক আহমদ "শাহ্ ইমাম আহমদ রেযা খান ও হানাফি ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর অবদান" শীর্ষক থিসিস লিখে এম ফিল ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আবদুল ফাত্তাহ্ মুহাম্মদ আননাজ্জার এর তত্ত্বাবধানে এম ফিল করেছেন। ১৯৯৮ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারি থিসিসের উপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ড. আবুদল ফাত্তাহসহ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে প্রফেসর শায়খ আহমদ মুহাম্মদ আলি মিসরী ও প্রফেসর মুহাম্মদ সৈয়দ আহমদ আমের। এ পর্যায়ে সম্মানিত পরীক্ষকমণ্ডলী ইমাম আহমদ রেযার ফিকহী প্রজ্ঞা বিষয়ে পরিচিতি জ্ঞাপন করেন। তাঁরা মন্তব্য করেন- গবেষক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গবেষণা করায় আমরা এ মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানার সুযোগ পেলাম। যার অবদান আরববিশ্বে দীর্ঘকাল অজানা ছিলো। গবেষক মোশতাক আহমদ শাহ্ আল আযহারীর এ ঐতিহাসিক কর্মের জন্য ইদারা-ই তাহক্বীকাতে ইমাম আহমদ রেযা পাকিস্তান তাঁকে ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ এওয়ার্ড (১৯৯৮) প্রদান করেছে। কেবল এ একটি প্রতিষ্ঠান ও পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণই নয়, বরং ইসলামী বিশ্বের সকল আ'লা হযরত প্রেমিকরা তাঁর এই মহৎকর্মের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। তিনি জামেয়া আল আযহার থেকে ইমাম আহমদ রেযার উপর পি এইচ ডি ডিগ্রীর প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্চেন।[১৬] লাহোর নিজামিয়া রিজভিয়্যাহ ইউনির্ভাসিটির স্বনামধন্য ছাত্র মাওলানা মমতাজ আহমদ ছদিদী (আল্লামা আবদুল হাকিম শরফ কাদেরীর পুত্র) ইমাম আহমদ রেযার কাব্য সাহিত্যের উপর এম ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা পত্রের শিরোনাম আশ্শায়খ আহমদ রেযা খান আল বেরলভী আল হিন্দি শাঈরান আরাবিয়্যান।"[১৭] তার সুপারভাইজার ছিলেন- আরবী ভাষা

ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. রিজক মুরসী আবুল আব্বাস। ড. রিজক মুরসী আবুল আব্বাস নিজেও ইমাম আহমদ রেযার উপর একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধের নাম "আল ইমাম আহমদ রেযা খান আল বেরলভী মিসবাহুন হিন্দিয়ুন বিলিসানে আরবিয়্যিন।"[১৮] আল আযহারের কৃতিছাত্র বিশিষ্ট গবেষক মনজুর আহমদ আলকাদেরী নক্সবন্দি ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযার অবদান শীর্ষক বিষয়ের উপর এম ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর গবেষনা পত্রের শিরোনাম হলো- "আহমদ রেযা খান ওয়াখিদমাতুহু ফী ফিকহীল ইসলাম।"[১৯] প্রফেসর শায়খ সৈয়্যদ হাযেম ও ড. রিজক মুরসী আবুল আব্বাস এর প্রচেষ্টায় আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর ড. মুহাম্মদ আসআদ ফরহাদ আরবী ভাষা অনুষদের সাবেক ডীন মিশরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ ড. রজব কাইয়ুমী, মিশরের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনঈম আল খাফাযী প্রমুখ শিক্ষাবিদ বর্তমানে ইমাম আহমদ রেযাকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন[২০] আল আযহারের উপরোক্ত শীর্ষ প্রফেসরবৃন্দ ইমাম আহমদ রেযার চিন্তাধারা সম্পর্কে ধারণা করাটা আরববিশ্বকে একথার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আ'লা হযরতের মিশন ইশকে রসুল তথা নবী প্রেমের শিক্ষাকে সর্বত্র পৌঁছাতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমানে ইমাম আহমদ রেযা'র জ্ঞান বিজ্ঞানের সৌরভে গোটা ইসলামী বিশ্ব সুরভিত। এ সৌরভে কেন বিমোহিত হবে না? স্বয়ং তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব ইশকে রসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার তথা নবী প্রেমের সিন্ধুতে অবগাহিত। তাঁর সৌরভকে আবদ্ধ করা যায় না। এ সৌরভ অবিনশ্বর ও অদ্বিতীয়। হিংসুক ও নিন্দুকরা লাখো চেষ্টা করুক ইমাম আহমদ রেযার মর্যাদা ও পূর্ণতার সৌরভ দিগ দিগন্তে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। ইশকে রসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার নিবিড় সম্পর্কের কারণে আশেকে রসুল ইমাম আহমদ রেযার মিশনের অপর নাম ইশকে রসূলই। জ্ঞান রাজ্যের তাঁর সদর্পে বিচরণের মৌলিক ভিত্তি হলো এই ইশকে রাসুলই।

آفاق میں پہلے گی کب تک نہ مہک تری
گھر گھر میں لئے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا!

*দিগ দিগন্তের প্রসারিত কখন ছিলো না তা সুরভিত।*
*ভোরের সমীরণ তোমারই পয়গাম পৌঁছালো ঘরে ঘরে।*

=====

**তথ্যসূত্রঃ**


১. প্রফেসর হাযেম মুহাম্মদ আবদুর রহীম আলমাহফুজ প্রণীত বাসাতিনুল গোফরান (ভূমিকা লাহোর ১৯৯৭ সন)

২. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মসউদ আহমদঃ ইমাম আহমদ রেযা আওর আলমী জামিয়াতঃ রহীম ইয়ার খান কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯০ সন।

৩. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মসউদ আহমদঃ 'ইমাম আহমদ রেযা আওর আলমী ইসলাম' করাচী ১৯৮৪সন পৃ. ১১৮

৪. পুর্বোক্ত পৃ. ১১৭, ১১৮

৫. পূর্বোক্ত পৃ. ১৪৬

৬. পূর্বোক্ত পৃ. ১৪৬

৭. শিহাব উদ্দিন রিজভী (মাওলানা) 'মুফতিয়ে আযম আওর উনকি খোলাফা' বোম্বাই থেকে প্রকাশিত পৃ. ১৪৭

৮. প্রফেসর মহিউদ্দিন আল ওয়ায়ী 'শখছিয়াতে ইসলামিয়া মিনাল হিন্দ মাওলানা আহমদ রেযা খান' মাসিক সওতুশ শরক কায়রো ১৯৭০ সন ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ১৬,১৭

৯. প্রফেসর মুহাম্মদ আহমদ আবদুর রহিম আল মাহফুজ (ভূমিকা) বাসাতিনুল গোফরানঃ লাহোর ১৯৯৭ সন।

১০. পূর্বোক্তঃ

১১. মজাল্লা ইমাম আহমদ রেযা কনফারেন্স ১৯৯৮ করাচী, পাকিস্তান।

১২. পূর্বোক্ত

১৩. সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আফাকুল আরাবিয়্যাহ' সংখ্যা ৬, ১৯৯৮, ফেব্রুয়ারী কায়রো থেকে প্রকাশিত পৃ. ৬

১৪. মাওলানা মমতাজ আহমদ ছদীদী কর্তৃক ড. মুহাম্মদ মসউদ আহমদ বরাবর লিখিত পত্র ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ জন।

১৫. পূর্বোক্তঃ ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ জন।

১৬. ড. ইকবাল আহমদ আখতার আলক্বাদেরী (সংযোজন) 'ইমাম আহমদ রেযা আওর আলমী জামিয়াত' করাচী ১৯৯৮

১৭. পূর্বোক্তঃ

১৮. পূর্বোক্তঃ

১৯. পূর্বোক্তঃ

২০. মাওলানা মমতাজ আহমদ ছদীদী কর্তৃক সৈয়্যদ ওয়াজাহাত রসুল কাদেরী বরাবরে ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ সনে লিখিতপত্র।

# রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ
## কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

আ'লা হযরতের বৈচিত্রময় জ্ঞান পরিক্রমা

কোরআন বিজ্ঞান ও ইমাম আহমদ রেযা

সুলতানুল হিন্দের দেশে (সফর নামা)

আল কোরআন ও ছাহেবে কোরআন

ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস

আ'লা হযরত এক অসাধারণ মনীষা

ছাত্র জনতার প্রতি আল্লামা কাযেমী

গাউসুল আজম ও গিয়ারভী শরীফ

যুগ জিজ্ঞাসা : ইসলামী সমাধান

আল আরাফাহ, হজ্ব নির্দেশিকা

যিয়ারতে হেরমাঈন শরীফাঈন

বাহারে শরীয়ত (১ম খণ্ড)

বাহারে শরীয়ত (২য় ও ৩য় খণ্ড)

বাহারে শরীয়ত (৪র্থ খণ্ড)

বাহারে শরীয়ত (৫ম খণ্ড)

আজান ও দরূদ শরীফ

সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন


রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ

তৈয়্যবিয়া মার্কেট, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

ফোন : ৬৭২১২৯ মোবাইল : ০১৮১৯-৩১১৬৭০, ০১৫৫৪-৩৫৭২১৮